

গুজরাতে কসাইয়ের আগমনের প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভা বাংলাদেশ



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপনের সরকারী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও গুজরাতে কসাই নামে খ্যাত উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক সংগঠন আরএসএসের নেতা নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় গণবিক্ষোভ হয়ে গেলো। এর মাঝেই পুলিশ ও বিজিবি নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়ে অনেকে হত্যা করেছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৭ জন নিহতের নাম জানা গিয়েছে। এদের মাঝে রয়েছে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ দিনমজুর শ্রমিক ও দোকানদার। গুলিবিদ্ধ হয়ে এবং পুলিশ ও ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

সিডনিতে বিতর্কিত ভাস্কর্য বিষয়ে মেয়রের বক্তব্য

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সম্প্রতি সিডনিতে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উপলক্ষে বিকৃত এক ডিজাইনের বিতর্কিত এবং উদ্ভট এক ভাস্কর্য উদ্বোধন ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

BSCA ও SPMC কোভিড হিরো সম্মাননা এ্যাওয়ার্ড প্রদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশিদের ভিতর প্রথম সংগঠন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) ব্যক্তিগত কালেকশনে এগিয়ে আসে প্রবাসী ছাত্র ও মানবতের জীবনযাপনকারীদের সাহায্যার্থে। ১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিডনিতে বিএনপির দোয়া ও প্রতিবাদ সভা

সুপ্রভাত সিডনি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস এবং সাবেক মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সাবেক উপ রাষ্ট্রপতি ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিডনিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবর্ণজয়ন্তীর বহরব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে নানা আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। ২৬ মার্চ শুক্রবার দুপুরে প্রথম পর্বের উদ্বোধনী ২২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Solar World
Residential & Commercial
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক
শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
Government Rebate Still Available
Special discount (18+4 panel free)
6.6 kw - \$2499*
T & C apply*



সুপ্রভাত মিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

Trade Marked & Registered by Australian Government

ACN- 600 352 716 ABN-93600352716

Registration: BN 98533502

TM:1391330

Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief

Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor

Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor

Ahmed Raju

Distributor

Arif Rahman

Reporters

Habib Hasan

Mohammad Golam Mostafa

Address

P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail

suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details

Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook

www.facebook.com/suprovatpage

Tweet : @SuprovatSydney



করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমণে বাংলাদেশ পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছে, প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে তথাপি মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের নামে বেপরোয়া জনসমাগম এবং সবকিছু স্বাভাবিক দেখানোর মরণখেলা ধারাবাহিকভাবে চলমান রয়েছে। একটি বা দুইটি নতুন করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সনাক্ত হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্টেটগুলোতে নতুন করে কড়া কড়ি আরোপ করা হয়। প্রতিনিয়ত কঠোর নজরদারী ও নানা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহামারীটিকে নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। এর কারণ হলো সভ্য একটি সমাজে মানুষের জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশি। নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানকেই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে যেন মানুষের জীবনের মূল্য সবচেয়ে সস্তা।

সম্প্রতি একজন ডাক্তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছিলেন বিগত বছর করোনা শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময়ে করোনা সনাক্তের হার সবচেয়ে বেশি। লেখা প্রকাশের কিছুক্ষণ পরেই তাকে লেখাটি সরিয়ে নিতে হয় চাকরি বাঁচানোর জন্য। তারপরও নানা সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত হাসপাতালগুলোতে মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য মৃত্যুকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, বার্ষিকাজনিত বা অন্যান্য নানা কারণ দেখিয়ে করোনাভাইরাসকে আড়াল করা হচ্ছে। এর মূল কারণ হলো সরকারের উৎসব কর্মসূচীকে সফল করা। মানুষের জীবনের মূল্য এখানে গুণ্য। পাশাপাশি চলছে তথাকথিত বইমেলা। অথচ দীর্ঘদিন থেকে স্কুল গুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে অটোপাশ করিয়ে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কয়েকটি প্রজন্মের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের এই অসীম ও কল্পনাভীত নৈরাজ্য ও লুটপাট কখন শেষ হবে তা এখন আর কেউ বলতে পারে না, কেউ কোন আশাবাদও এখন আর প্রকাশ করতে পারেনা। প্রশাসন, বিচারবিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ হীরকরাজার দেশের মতো উদ্ভট অমানবিকতা ও লুটপাটের মচ্ছব চলছে। এর ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। মানুষ আজ স্রষ্টার কাছে কায়মনোবাক্যে এই চলমান মহামারীর অভিশাপ থেকে যেভাবে মুক্তি চায়, ঠিক তেমনিভাবে ভিনদেশী আধিপত্যবাদের গোলাম ফ্যাসিবাদের দখলদারিত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে তারা প্রকৃত স্বাধীনতার আশ্বাদ পেতে চায়।

গুজরাতের কসাইয়ের আগমনের প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভা বাংলাদেশ

১ম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে আহত অবস্থায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ মানুষ।

নানা কারণেই মার্চের শেষদিকে দুই থেকে তিনদিন ব্যাপী এই গণবিক্ষোভ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বিশেষ করে গণমাধ্যমের তুমুল বিরোধীতা ও নিরলঙ্ক পক্ষপাতী সাংবাদিকতা ও প্রোগাণ্ডার পরও সাধারণ মানুষ কিভাবে কেবলমাত্র দিল্লীর আধিপত্যবাদের বিরোধীতায় এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় রাস্তায় নেমে এসেছে এবং নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তা অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। এই গণবিক্ষোভ আগামীর বাংলাদেশের পরিবর্তনের স্বাক্ষর দেয়। এই গণবিক্ষোভ থেকে বুঝা যায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বন্যার পরও সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাদের ধর্ম ও আত্মপরিচয়ের প্রতি ভালোবাসার বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত রয়েছে।

মোদীর আগমনের আগেই হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা মামুনুল হক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা দেন তারা কোন প্রতিবাদ করবেন



না। কিন্তু ২৬ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাযের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে

সাধারণ মুসল্লিরা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু করে। তারা হেফাজত কিংবা কোন নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করেনি। পুলিশ নির্বিচারে গুলি, টিয়ার গ্যাস ও আর্মার্ড ভেহিক্যাল ব্যবহার করে এই বিক্ষোভ দমন করে। মসজিদের ভাংচুর ও বিশৃঙ্খল দশার ছবি ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। একই সময়ে হাটহাজারীতে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিক্ষোভে পুলিশ ও বিজিবি গুলি চালিয়ে হত্যা করে বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী ছাত্রকে। এর ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও পুলিশ ও বিজিবি নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী মাদ্রাসা ছাত্র ও সাধারণ মানুষদেরকে হত্যা করে।

এই বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে সারা দেশে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুডারা মাদ্রাসাগুলোতে আক্রমণ করেছে। তারা নিরীহ, নিরস্ত্র ও প্রতিবাদী ছাত্র-শিক্ষকদেরকে নিরমভাবে প্রহার করেছে। পুলিশ-বিজিবি-ছাত্রলীগের গুলিতে আহত হয়েছে অসংখ্য আলেম, মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্ররা।

সারাদেশব্যাপী এই বর্বর পুলিশী ও গুন্ডা-আক্রমণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার আবারও পরিষ্কার করলো যে বাংলাদেশে জনগণের কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করার, প্রতিবাদ করার কিংবা

সিভিল প্রটেস্ট বাস্তবায়ন করার কোন গণতান্ত্রিক অধিকার অবশিষ্ট নেই। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নিজেদের ইসলামবিরোধী ও ব্রাহ্মণবাদী গোলাম চরিত্র আবারও পরিষ্কার ভাবে উন্মোচন করলো। সারা দেশে অনেক আলেমই এখন বলছেন তারা আওয়ামী লীগের লোকদেরকে মুরতাদ ও মুশরিক মনে করেন। পুলিশী এই তাণ্ডব, হত্যাজ্ঞা ও নির্যাতনের পাশাপাশি ন্যাকারজনক ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত লোকজন। তারা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যাকারীদের হত্যাজ্ঞার প্রতিবাদ না করে বরং 'হেফাজতের তাণ্ডব' নাম দিয়ে তাদের ইসলামবিরোধী চেহারা ও বিষাক্ত নখর আবারও দেখিয়ে দিয়েছে।

গুজরাতের কসাই মোদীর সাথে একটি ছবি তোলার জন্য যখন বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় ও নানা সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে, তখন সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে গুলিবৃষ্টির সামনে বুক পেতে দিয়েছে। সাধারণ জনতা ও আলেম সমাজের এই এক কাতারে এসে দাঁড়ানো আগামীর বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের ইশারা করে।



Wishing you and your family
The blessings of the
Holy Month of
Ramadan



The Hon. Shaoquett Moselmane MLC



ADVERTISEMENT

RAMADAN KAREEM



JASON CLARE MP
FEDERAL MEMBER FOR BLAXLAND

02 9790 2466 JasonClareMP
www.jasonclare.com.au

Authorised by Jason Clare MP, ALP, Suite 7, Level 1, 400 Chapel Road Bankstown NSW 2200

Advertisement

The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, prayer and charity and is a reminder of the important contribution Australian Muslims make in our community.

As we welcome the beginning of Ramadan this week,
I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.



Ramadan
Kareem

رمضان كريم

شهر رمضان الكريم هو شهر الصيام والصلاة
والتضحية وعمل الخير.
أتمنى لجميع مسلمي استراليا كل الخير والسعادة في
هذا الشهر المبارك.

Tony Burke

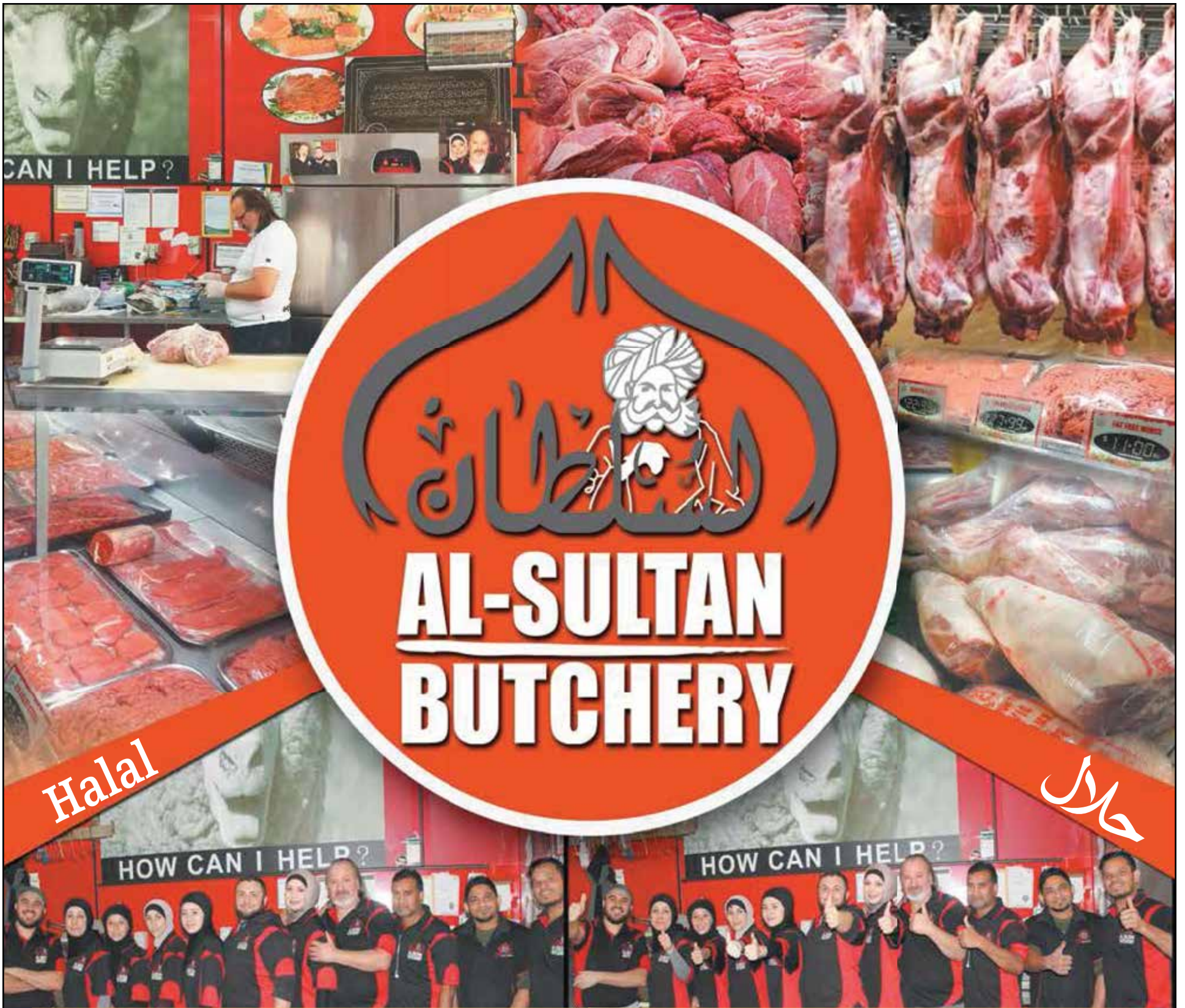
TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON



HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au @Tony_Burke Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196



Halal

حلال

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195

Ph: (02) 9750 4290

- ➔ Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- ➔ Fresh chicken Daily
- ➔ Fish & seafood
- ➔ Frozen vegetables
- ➔ Free delivery
- ➔ Competitive prices
- ➔ We don't have any other branches

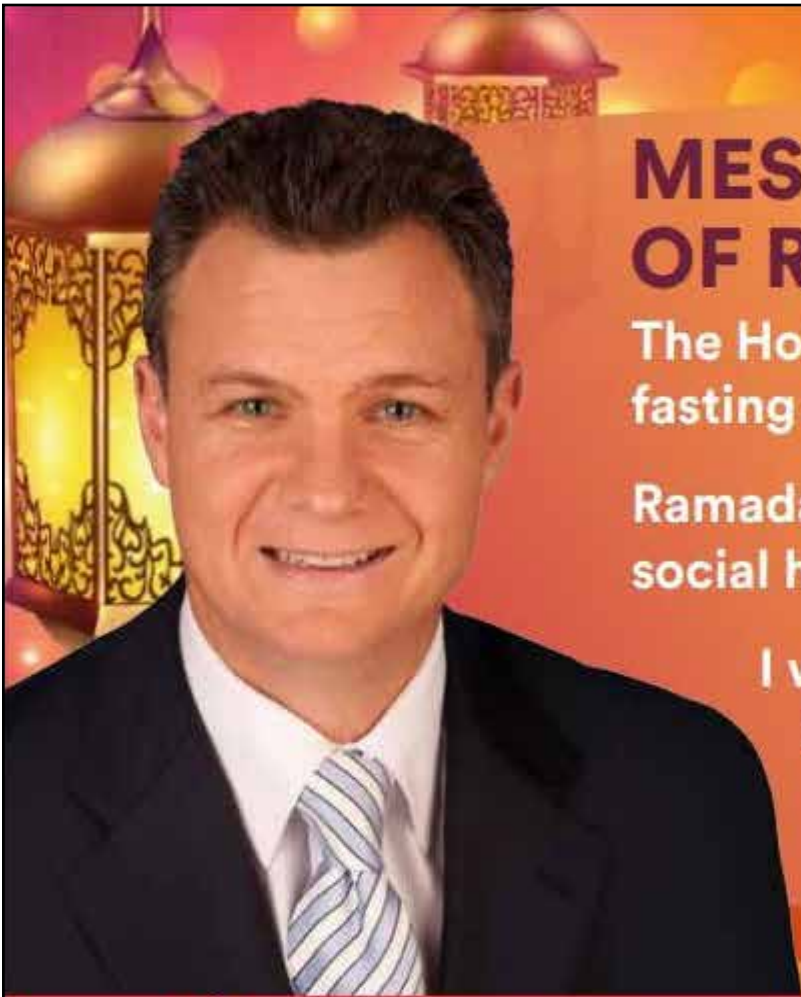


Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

ADVERTISEMENT



MESSAGE FOR THE START OF RAMADAN

The Holy Month of Ramadan is a time of prayer, fasting and the renewal of faith.

Ramadan is a special reminder of the importance of social harmony and cohesion in our community.

I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

Ramadan Kareem



MATT THISTLETHWAITE MP

FEDERAL MEMBER FOR KINGSFORD SMITH

Office: Shop 6, 205 Maroubra Rd, Maroubra Mail: PO Box 896, Maroubra NSW 2035 Email: Matt.Thistlethwaite.MP@aph.gov.au
Phone: (02) 9349 6007 Fax: (02) 9349 8089 www.matthistlethwaite.com.au www.facebook.com/ThistlethwaiteM @Mthistlethwaite

Authorised by Matt Thistlethwaite MP, Shop 6, 205 Maroubra Rd, Maroubra.

ADVERTISEMENT

Best wishes to everyone celebrating this Holy Month of Ramadan.

Wishing you, your family and friends peace, happiness and prosperity.



Michael Daley

MEMBER FOR MAROUBRA

Phone 9349 6440
Email Maroubra@parliament.nsw.gov.au
Address Lvl 5, 806 Anzac Pde, Maroubra

Authorised by Michael Daley MP, ALP, Lvl 5, 806 Anzac Pde, Maroubra, Funded using parliamentary entitlements



Wishing you and your loved ones all the blessings of Ramadan. I offer my respect, in advance, for the many acts of faith and charity you will undertake this month and wish you all the very best.

Ramadan Kareem

أتمنى لكم ولأحبائكم كل بركات رمضان

أقدم احترامي مقدماً للعديد من الأعمال الإيمانية الخيرية التي تقومون بها

هذا الشهر وأتمنى لك كل التوفيق

رمضان مبارك

Jihad Dib MP

Member for Lakemba

Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW 2196

P: (02) 9759 5000

E: Lakemba@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Jihad Dib MP

Funded using parliamentary entitlements.



এবারের যুদ্ধ, স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ : তারেক রহমান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ আজ ৫০ বছরে পা রেখেছে। তাই মূল্যায়ন করার সময় এসেছে, এই সময়কালে বাংলাদেশ কতটা অর্জন করেছে, আরো কতটা অর্জন করা যেত, কেন অর্জন করা যায়নি, কিংবা কাদের জন্য অর্জন করা যায়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য-মানবিক মর্যাদা-সামাজিক সুবিচার। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ এমন একটি রাষ্ট্র ও সরকার চেয়েছিলো, যেটি হবে 'গভর্নমেন্ট অফ দ্যা পিপল, বাই দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল'। অথচ আজকের বাস্তবতা হচ্ছে, দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা সরকারটি এখন দেশে বিদেশে পরিচিত, 'গভর্নমেন্ট অফ দ্যা মাফিয়া, বাই দ্যা মাফিয়া, ফর দ্যা মাফিয়া'। ১ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে বছরব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৫০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সেই দেশটির সার্বভৌমত্ব এখন ভুলুষ্ঠিত, হুমকির মুখে। তাই এবারের যুদ্ধ, স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। এবারের যুদ্ধ, মানুষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অঙ্গীকার, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও।

১ মার্চ ঢাকায় হোটেল লেকশো'রে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটি আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

প্রধান অতিথি তারেক রহমান স্বাধীনতার বছরব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করে বলেন, একটি জাতির জীবনে একটি দেশের 'স্বাধীনতা'ই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির সঙ্গে আর কোনো অপ্রাপ্তির তুলনা চলেনা। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যই আজ আমাদের গর্বিত পরিচয় 'আমরা বাংলাদেশী'।

খুন গুমের রাম রাজত্ব কয়েম করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে দাবি করে তিনি প্রশ্ন করে বলেন, গত একদশকে কারা দেশ থেকে নয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার করে দিলো? বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের আটশো দশ কোটি টাকা কারা - কিভাবে লোপাট করলো? কারা দেশটাকে খুন গুম অপহরণ ধর্ষণের নিরাপদ ভূমিতে পরিণত করলো? কারা গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে একদলীয় কুখ্যাত বাকশাল কয়েম করেছিল? বর্বর রক্ষীবাহিনীর গুম খুন অপহরণ ধর্ষণের বিচার বন্ধে সংবিধানে কারা প্রথম ইনডেমনিটি দিয়েছিলো? দেশের মর্যাদার পক্ষে কথা বলার কারণে আবরারকে যারা হত্যা করেছে, স্বাধীন দেশে জন্ম নেয়া এই নরপিচাশদের মগজ ধোলাই করলো কারা? সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে কেন বাংলাদেশের এতো ভয়? এমন অনেক প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই নিহিত, আজ কোন পথে বাংলাদেশ? কেন পথ হারিয়েছে বাংলাদেশ।

প্রধান অতিথি তারেক রহমান বলেন,



একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে জিয়াউর রহমান নামটি আঠেপৃষ্ঠে জড়ানো। যিনি বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়ে নিজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যিনি 'স্বাধীনতার মহান ঘোষণা' হিসেবে জয়গা করে নিয়েছেন জনগণের হৃদয়ে, মানুষের বিশ্বাসে-ভালোবাসায়, জনমনে শহীদ জিয়ার এই গৌরবজনক অবস্থান শহীদ জিয়ার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। তাই জিয়াউর রহমান সম্পর্কে মিথ্যাচারকারীদের সতর্ক করে দিয়ে তারেক রহমান বলেন, বিএনপির বক্তব্য স্পষ্ট, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও অবদান মীমাংসিত। জনগণের হৃদয়ে 'স্বাধীনতার ঘোষণা'র অবস্থান নির্ধারিত। ফলে এখন কেউ যদি হামলা মামলা কিংবা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নতুন ইতিহাস নির্মাণের পথ রচনা করতে চায়, এ পথটি ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাদের জন্যই বিপদসংকুল হয়ে উঠতে পারে। একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, জনগণ সাক্ষী। স্বাধীনতার ঘোষণা জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল 'তলাবিহীন ঝড়ি'। সেই দেশটিকে একটি আধুনিক, কার্যকর এবং কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সেই বাংলাদেশই আবার পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছিলো এশিয়ার এমার্জিং টাইগার হিসেবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আবদুস সালামের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, দলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীরোত্তম,

মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বিক্রম, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) মোস্তাফা জামাল হায়দার এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ড. আব্দুল মঙ্গল খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, আবদুল্লাহ আল নোমান, গণস্বাস্থ্য সংস্থার ট্রাস্টি

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, বরকত উল্লাহ বুলু, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরী, জয়নাল আবেদীন, এজেডএম জাহিদ হোসেন, আহমেদ আজম খান, নিতাই রায় চৌধুরী, আমান উল্লাহ আমান, জয়নুল আবেদীন ফারুক, উকিল আব্দুস সাত্তার, ভিপি জয়নাল আবেদীন, আবদুল কাইয়ুম,

শাহিদা রফিক, আব্দুল কুদ্দুস, মামুন আহমেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, তাহসিনা রশদীরা লুনা, বিজন কান্তি সরকার, সুকোমল বড়ুয়া, এনামুল হক চৌধুরী, খন্দকার মুজ্জাদির, মজিবুর রহমান সারোয়ার, মাহবুবউদ্দিন খোকন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, খায়রুল কবির খোকন, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, আসাদুজ্জামান রিপন ফজলুল হক মিলন, শ্যামা ওবায়দে, বিলকিস জাহান শিরিন, জহিরউদ্দিন স্বপন, নাজিম উদ্দিন আলন, শিরিন সুলতানা, নাসের রহমান, ইশরাক হোসেন, খন্দকার মারুফ হোসেন, প্রচার ও মিডিয়া কমিটির শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, শহীদুল ইসলাম বাবুল, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, আমিরুল ইসলাম আলীম, মীর হেলালউদ্দিন, আতিকুর রহমান রুমন, শায়রুল কবির খান, মাহমুদা হাবিবাসহ দলের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ২০ দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোস্তাফা জামাল হায়দার, সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, রেদোয়ান আহমেদ, আহমেদ আবদুল কাদের, ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, খন্দকার লুতফুর রহমান, সাইফুদ্দিন মনি, সাহাদাত হোসেন সেলিম, আজহারুল ইসলাম, সৈয়দ এহসানুল হুদা, আবু তাহের শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী, মুফতি মহিউদ্দিন ইকরাম, ফারুক রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফাসহ অনেকে।

সবার প্রিয় সাগর ভাই আর নেই



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির জনপ্রিয় রেডিও চ্যানেল, নব্বই দশকের সাড়া জাগানো চ্যানেল রূপসী বাংলার পরিচালক ও উপস্থাপক সৈয়দ রফিকুল হক (সাগর) আর নেই। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেন্টজর্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ১২ মার্চ শুক্রবার ২০২১ দুপুর ১২টায় নেরিল্যান্ডের ৬ রিচার্ড রোডে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সাগর ভাই ছিলেন কমিউনিটিতে সবার খুব প্রিয় লোক। সবার সাথে খোলা মেলা কথা বলতে পছন্দ করতেন তিনি। কয়েকবছর আগে সাগর ভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রচার বিমুখ সৈয়দ রফিকুল হক (সাগর) সিডনি কমিউনিটির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

সৈয়দ রফিকুল হক সাগর নব্বই দশকে রূপসী বাংলা রেডিও চ্যানেল শুরু করেন।

অনুষ্ঠান শোনা যেত ৮৯.৭ এফএম ইস্ট সাইড রেডিও থেকে। প্রতি শনিবার দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শোনা যেত। ৯০ দশকে রূপসী বাংলা শুরুর পর থেকেই নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হতেন। অল্প দিনেই রেডিওটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেডেড হামলার পরের সপ্তাহে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরাসরি সাক্ষাতকার প্রচার করায় তিনি আরো পরিচিতি লাভ করেন।

সুপ্রভাত সিডনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করে: আল্লাহ পাক যাতে আমাদের ভাইকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। একই সাথে শোকাকর্ষিত পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।



Ramadan Mubarak!

On behalf of Canterbury Bankstown, I offer my sincerest respects to our Muslim community during the holy month of Ramadan. May God's peace and rich blessings continue to be upon you, your family and loved ones.

I would also like to express my thanks to Suprovat Sydney. Over the years, this leading Bangladeshi community newspaper has provided outstanding support and contribution to our multicultural community.

I look forward to continuing to work with you and all Bengali-Australians to make our country and our City a safe, healthy and better place to live, work in and enjoy!

Yours sincerely,

Khal Asfour

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown



Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS



9707 2392

97 Wattle Street, Punchbowl, NSW 2196



All Mechanical Repairs

- *LPG Inspection
- *Pink Slip - Petrol & Gas
- *LPG Conversion and Repair
- *All Suspension Replacement

- *Tyre
- *Clutch
- *Batteries
- *Belt Replacement
- *Muffler Repair
- *Full Service
- *Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save \$\$\$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

Clear Face; Heal body skin & Restore hair

পুরুষ ও মহিলাদের যেকোন ত্বকের সমস্যায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

- * আমরা ১৯৭৪ সাল থেকে একই কাজে পারদর্শী
- * পুরুষ ও মহিলা বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি কাজ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে
- * আমরা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করিনা
- * আমাদের চিকিৎসায় কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই
- * আমাদের চিকিৎসা দ্রুত, ফলপ্রসূ ও ব্যয়বহুল নয়
- * চিকিৎসার পর আপনাকে ঘরে বসে বিশ্রাম করতে হবেনা

ব্রণ, পিম্পল, দাগ নিরাময়ে আপনার মুখমন্ডল পরিষ্কার ও সুন্দর দেখাবে



ক্ষুদ্র চিহ্ন, খুঁত, কালিমা বা কালো দাগ উঠাতে আমরা পারদর্শী

অপ্রয়োজনীয় চুল স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করে দিব কিন্তু কোনো পুনঃবৃদ্ধি হবেনা, দাগ ও থাকবেনা



মুখমন্ডল বা শরীরের যেকোন জায়গার কালো দাগ আমরা উঠিয়ে থাকি

শুকনো, তৈলাক্ত বা কুঁচকানো মুখমন্ডল বা শরীরে যেকোন দেশীয় চামড়ায় আমরা কাজ করে থাকি



* একজিমা, সোরিয়াসিস, চুলকানি, দাদ, হাতের তালু পায়ের পাতা বা নোখে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় আমরা চিকিৎসা করে থাকি

* চুল পড়া, টাক, মাথায় চুলকানি, খুশকি, শুকনো বা তৈলাক্ত মাথায় খুব কম সময়ে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মাথায় চুল উঠার নিশ্চয়তা

* গাড়া কালো চামড়া হালকা করে দেবার নিশ্চয়তা

369 Illawara Road, Suite 2, level 1, Marrickville NSW-2204
(Next door to the Marrickville train station)

শুধুমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখার সুযোগ : ফোন : 02 8593 0979

E-mail: scalphairandskincentre@gmail.com

ফ্রী কনসালটেশন



আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.scalphairandskincentre.com.au

Kheir Lawyers

Result Driven | Community Focused

Kheir Lawyers have been operating as experts in a wide range of legal fields for nearly 20 years, with a combined experience of over 50 years.

We cater for a diverse community with distinct needs, overcoming cultural and language barriers to achieve the best outcome for our clients. Our law firm has a diverse range of lawyers working in most areas the law.

Kheir Lawyers work with the most senior and experienced barristers in their field.

Personal Injury
Work Injury
Insurance Claims
Family Law
Criminal Law
Conveyancing
Motor Vehicle Accidents
Wills & Estate Planning
& MORE!

45 Stanley Street Bankstown NSW 2200 | 02 9790 2522 | kheirlawyers.com.au

যোগাযোগ করুন!

আপনার যে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ চাই?

Kheir Lawyers

MAc-Field Medical Practice

- ▶ আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- ▶ আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- ▶ আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- ▶ আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

দেরি না
করে আজই
যোগাযোগ
করুন



Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields NSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সৌদিআরব পূর্বাঞ্চল রিয়াদ বিএনপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে সৌদিআরব পঃ উপ কমিটি গঠন করেছে মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয় কমিটি। এ কমিটির অনুমোদন দিয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয় কমিটি। মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিব এ কমিটির অনুমোদন দেন। সৌদিআরব পঃ বিএনপির সহ সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী কিসমত কে আহ্বায়ক ও মঈন চৌধুরী কে সদস্য সচিব করে ৪ই মার্চ গঠন করা হয়। এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৫তম কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে ভারুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সৌদিআরব জেদ্দা মহানগর বিএনপির উদ্দেশ্যে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদিআরব বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান তপন, সহসভাপতি কেফায়েত উল্লাহ কিসমত, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান ও সহসভাপতি এরশাদ আহমেদ। বক্তারা বলেন, "তারেক রহমান ও তার পরিবারকে প্রতিহিংসামূলকভাবে দেশের মানুষের কাছে হয়ে প্রতিপন্ন করতে এবং রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিতেই বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করছেন সরকার। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতাকর্মী এবং দেশের আপামর জনসাধারণ তারেক রহমান ও জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে যে কোনো চক্রান্ত রুখে দেবে। তারেক রহমান রাজনীতিতে উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। তিনি শহীদ জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রক্তের এবং আদর্শের উত্তরসূরী। যিনি দেশে তুণমূলের রাজনীতি দিয়েই রাজনীতিতে পথচলা শুরু করেন। তিনি সাধারণ সদস্য হয়ে গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি আমাদের ভবিষ্যত কাণ্ডারি। যার চিন্তাভাবনা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিয়ে।" বক্তারা ক্ষোভের সাথে বলেন, সম্প্রতি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকার) সভায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে



দেওয়া 'বীর উত্তম' খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে উল্লেখ করেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শুধুমাত্র একজন খেতাব প্রাপ্ত সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাই নয় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, একজন সেক্টর কমান্ডার, জেড ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক সেনা প্রধান এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের বহুদলীয় গনতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশকে একটি তলাবিহীন বুড়ি থেকে মাত্র চার বছরে স্বনির্ভর বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছেন। শেখ হাসিনা ও ষড়যন্ত্রকারীরা শহীদ জিয়াকে হত্যা করেও থেমে নাই। শহীদ জিয়ার জনপ্রিয়তা পাহাড় সমান। জিয়াউর রহমান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম সহ অসংখ্য নাম তারা পরিবর্তন করেছে। ইতিহাস বিকৃত করে স্বাধীনতার ঘোষক থেকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগন বর্তমান সরকারের এই সমস্ত কার্যক্রম ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। উক্ত সভায় আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ

আলীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মঈন চৌঃ, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল তপন, রফিক চৌধুরী, সাঈদ, আব্দুল জলিল মৃধা, এহিয়া, তাজুল ইসলাম বাবুল, নুরুল আফছার, সফিক আহমেদ, আমিনুল ইসলাম, টিপু সুলতান, শেখ মোস্তাক আহমেদ, নজরুল, বেলায়েত হোসেন মিন্টু, শহিদুল ইসলাম শহিদ, আব্দুর রহিম চৌঃ, তারেক খান, ফয়েজ তালুকদার, সাইফুল ইসলাম, শিবলু, গাজী ইউসুফ, দিদারুল আলম, সাদ আলী, নোয়াব আলী, জলিল, নুরুল আলম, রাজু, সাজাহান সাজু, আলাউদ্দিন সিটি, মাহমুদ, আব্দুল হাই রিপন, কাজী মোস্তাক, সোহেল রানা, ইকবাল হোসেন, মনির আহমেদ, আব্দুল গফফার, কাওসার সহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিকে সৌদি পূর্বাঞ্চল রিয়াদ বিএনপি সভাপতি পদে প্রফেসর আকম রফিকুল ইসলাম এবং সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার (অ্যাডভোকেট) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রাচ্য বিএনপির সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিবের তত্ত্বাবধানে সৌদিআরব পূর্বাঞ্চল রিয়াদ বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মার্চ শুক্রবার ভারুয়াল সভায় কাউন্সিলারদের সর্বসম্মতিক্রমে কঠিন ভোটে দুই বছরের জন্য এ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সৌদিআরব পূর্বাঞ্চল রিয়াদ শাখা বিএনপির সভাপতি প্রফেসর আকম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সিদ্দিকুর রহমান তালুকদারের (অ্যাডভোকেট) উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিব। সভায় বক্তব্য রাখেন সৌদিআরব পশ্চিম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান তপন, সহসভাপতি কেফায়েত উল্লাহ কিসমত, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, পূর্বাঞ্চল বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন শামীম, সাবির আহমদ, শোয়েব বিন সোহেল, তাজুল গাজী, শেখ আব্দুল মান্নান, জাহাঙ্গীর আলম, রফিক মোল্লা, কামাল হাসান, ফারুক মোল্লা, মামুন সিকদার, জামাল নূর হাওলাদার, কাজি আবুল হোসেন, নুরুল হক, মামুন চৌধুরী, দুলাল সিদ্দিক, মোফাজ্জল হোসেন স্বপন, এম এ রেজাউল করিম, হাসান সুমন, লিটন, মনির ফকির ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভার শুরুতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের ও স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যারা নিহত হয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

ADVERTISEMENT



Tony Burke MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON



Wishing you a very
HAPPY EASTER



- Tony Burke Member for Watson

Electorate Office: Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
Mail: PO Box 156, Punchbowl NSW 2196
Phone: (02) 9750 9088 **Email:** tony.burke.mp@aph.gov.au
f Tony Burke MP **t @Tony_burke**

Authorised by T. Burke, Australian Labor Party, Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196

তারেক রহমানের কারাবন্দি দিবস পালন ইউরোপীয় বিএনপির



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল (বিএনপি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৫ তম কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে ইউরোপীয় বিএনপি ভারুয়ালে আলোচনা সভা গত ৭ মার্চ রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির

সদস্য নজরুল ইসলাম খান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। পরিচালনা করেন সুইডেন বিএনপির উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মহিউদ্দিন জিন্তু। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউরোপসহ বহির্বিশ্ব বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নজরুল ইসলাম খান বলেন, তারেক রহমানকে এক এগারোর সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেলে নিয়ে হত্যা করতে

চেয়েছিল। আর বর্তমান সরকার সেইসব সাজানো মামলায় তাকে হারানি করছে। শহীদ জিয়ার আদর্শের ধারক ও বাহক তারেক রহমান। যিনি পিতার মতো স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তিনি দেশ থেকে নেয়ার জন্য নয় দেয়ার জন্য রাজনীতি করেন। আজকে গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশে তার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। তার জন্য দেশের কোটি কোটি হাত আল্লাহর কাছে সর্বদা দোয়া করেন।

সিডনিতে বিতর্কিত ভাস্কর্য বিষয়ে মেয়রের বক্তব্য

১ম পৃষ্ঠার পর

করা হলে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। কিছু লোকজন এই কাজ করেছে এবং পরবর্তীতে বিতর্ক শুরু হলে এই উদ্ভট মূর্তিকে শহীদ মিনারের বদলে তারা মাতৃভাষা দিবসের ভাস্কর্য নাম দিয়ে আরো বিতর্কের জন্ম দেয়। সুপ্রভাত

সিডনি ক্যান্টারবুরি-ব্যাংকসটাউন কাউন্সিলের মেয়র খাল আসফুরের কাছে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে। নিম্নে মেয়রের কাছে পাঠানো প্রশ্ন এবং তার প্রেরিত উত্তরগুলো অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি সদস্যদের জ্ঞাতার্থে হুবহু প্রকাশ করা হলো।

Bangladeshi Editor response

What is the council's actual contribution and (financially and non-financially) in building this monument in Belmore?

Council contributed to the International Mother Language Monument works in-kind. The monument also sits on Council owned land.

Who or which organisation brought that proposal to the council? What is their community background? Are they from the Bangladeshi community?

The proposal for the International Mother Language Day Monument was raised in a Notice of Motion from Councillor Mohammed at the April 2018 Ordinary Meeting of Council.

What was the process of choosing the design, venue etc.?

Council worked closely with the steering committee assembled by Cllr Huda, and comprising leaders from within the Bangladeshi Community, including the Consul General Secretary of the time, Mr Mohammad Kamruzzaman. Four possible locations were considered by Council management with a preferred site selected that could accommodate such a monument without compromising the intrinsic values and practical use of the surrounding open space. Peel Park was also considered ideal due to the high number of Bangladeshi-Australians living nearby.

What was the total cost and how much was the council's contribution?

Total cost was approx. \$47k and Council's contribution was as per question 1.

What was the council's role in finalising the design, fund allocation, cost management and the total organisation?

Council worked closely with the committee who oversaw the project management, including design.

Why did the council get involved in such a controversial matter when several community members already raised their concern?

Council was not aware of any controversy associated with the monument. Indeed, the monument is a recognition of the UNESCO International Mother Language Day held annually on 21 February, which has origins in the Bengali



Clean Up Australia Day তে একুশে একাডেমীর অংশগ্রহণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার সদস্যরা গত ৭ মার্চ এশফিল্ড কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে Clean Up Australia তে অংশ গ্রহণ করেছেন। কোভিড ১৯ নিয়ম নীতি মেনে Clean

Up Australia রেজিস্ট্রেশন করে সকাল ৯টায় একুশে একাডেমীর সদস্যবৃন্দ এবং Clean Up Australia এর স্বেচ্ছাসেবকসহ ২২ জনের টিম কাজ করেছেন। Clean Up কাজ শেষে এশফিল্ড পার্কে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

আওয়ামী হায়েনারদের বর্বরতার একটি সাম্প্রতিক ঘটনা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ থেকে একজন নির্যাতিত মানুষের চিঠি সুপ্রভাত সিডনির হাতে এসে পৌঁছেছে। ঘটনার সত্যতা যাচাই এর পর সংক্ষিপ্ত চিঠিটি নিচে হুবহু প্রকাশ করা হলো। এটি চলমান সময়ের একটি ক্ষুদ্র দলীল হয়ে থাকবে, কিভাবে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী মাফিয়াদের অত্যাচারের মুখে জনগণের রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে, সেই অবস্থার।

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আলমগীর হুসাইন। পিতা- আফুয়ার রাহমান। গ্রাম- নাকনা, থানা- আশাশুনি, জেলা- সাতক্ষীরা। আমি ইংরেজিতে অনার্স এবং মাস্টার্স পাশ করেছি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল খুলনা বি.এল. কলেজ শাখার সদস্য। কিছুদিন আগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান জাকির হোসেন আমাকে পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায়, আমি আমার বাড়ির সামনে দোকানে বসেছিলাম। তখন এই চেয়ারম্যান(জাকির হোসেন) এসে বলে, "তোর কত বড় কলিজা যে তুই আমার এলাকায় বিএনপি করিস"? আমি বললাম, "এটা আমার ব্যক্তি



স্বাধীনতা"। এরপরে চেয়ারম্যান নিজে আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে বাশ দিয়ে পিটিয়ে আমার পা ভেঙে দেয়। এমনকি স্থানীয় ডাক্তারদের হুমকি দিয়ে বলেছিল, "যে এই ছেলের চিকিৎসা করতে আসবে তারও খবর আছে"। আমি যদি এরপর বিএনপি করি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। চাকরিতেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। শুধুমাত্র বিএনপি করার অপরাধে আজ আমার এই করুন অবস্থা।

একটি কোচিং খুলেছিলাম। করোনভাইরাসের কারণে সেটিও বন্ধ। অধিকন্তু, গত ২০২০ সালের ২০ই মে মহা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আফ্রান আমাদের ইউনিয়নে আঘাত হানে। ওয়াপদা ভেড়িবাধের ৪ টি পয়েন্ট ভেঙে পানি প্রবেশ করে। বানভাসি মানুষের দূর্ভোগ ছিল অবর্ণনীয়। ১০ মাস পরে সেই বাধ পুনর্নির্মামান করা হয়। আমি আর্থিকভাবে খুবই সমস্যার মধ্যে আছি। পরিবারের ভরন-পোষণ বহন করা তো দূরের কথা নিজের ঔষধ কেনার সক্ষমতাও আমার নেই।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত মিডনি'র উদ্যোগে মম-আমিত্রিক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত মিডনি ফেস্টম টু ফেস্টম নাইট অনুষ্ঠান

আমরা আশা করছি এই প্রামবুত আনোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে মামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রমজমহ যে কোন প্রামাজিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের অংস্কৃতি চর্চার মুযোগ গড়ে উঠবে।

গতদিনের অসম্পূর্ণ আলোচনা আহমদ আজ এভাবেই শুরু করলো: উহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবা শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধে অংশ নেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রাঃ নামের একজন সাহাবা। তিনি ছিলেন প্রথম দশজন সাহাবাদের একজন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রাঃ মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁর ক্ষতস্থান কিছুতেই ঠিক হচ্ছিলো না। দিন গড়ালেও তাঁর অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিলোনা। একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার ডাকে সারা দিলেন। তাঁর ইন্তিকালে তাঁর স্ত্রী হিন্দ (উম্মে সালামা নামে অধিক পরিচিত) রাঃ একেবারেই একা হয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রাঃ রেখে যান বেশ কয়েকজন ইয়াতিম সন্তান। সম্পদ বলতে কিছুই ছিলোনা তাঁর।

উম্মে সালামা রাঃ অসহায়ত্ব দেখে ওমর রাঃ প্রথমে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রাঃ কে এতটাই ভালোবাসতেন যে তাঁর স্থানে অপর কাউকে বসাতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিলোনা। এরপর আবুবকর রাঃ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এতেও তিনি রাজি হলেননা। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এবার তিনি রাজি হলেন। এসময় উম্মে সালামা রাঃ এর বয়স ছিল ৬৫ বছর। আহমদ একটু খেমে হুমায়ূনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো: হুমায়ূন, তুমি কি যায়েদ রাঃ এর নাম শুনেছ?

হুমায়ূন না সূচক মাথা নাড়লো। আহমদ বললো: যায়েদ রাঃ ছিলেন খাদিজা রাঃ এর একজন গোলাম। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে নিয়োজিত ছিলো। তাঁকে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালক পুত্র বলে ঘোষণা দেন। তখন লোকজন তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসা না বলে যায়েদ ইবনে মুহম্মদ বলা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি পছন্দ করেননি। তখন কোরআনে নিম্নের আয়াত নাজিল হয়:

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আল আহযাব: ৫]

গোপাল দা, তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগে নিজেদের ঔরসজাত সন্তান নয় এমন কাউকে পালন করলে তাকে নিজের উত্তরাধিকারী ছেলে বলে বিবেচিত করা হতো। অর্থাৎ নিজের ছেলের ওপর আরোপিত সকল বিধান তার জন্যও প্রযোজ্য মনে করা হতো। যেমন ধরুন: উত্তরাধিকারী, তালাক, বিয়ে ইত্যাদি। এটা তাদের বর্বরতার যুগের অনুসৃত স্বীন হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফুফাত বোন হযরত যয়নাব রাঃ এর সাথে যায়েদ রাঃ এর বিবাহ দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় হযরত যায়েদ রাঃ যয়নাব রাঃ কে তালাক দেন। আল্লাহ তা'আলা তখন নীচের আয়াত নাজিল করেন, যা প্রমাণ করে যয়নাব রাঃ এর সাথে রাসূলের বিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত। আল্লাহ

সকেহবাদীদের সন্ধানে



আতিকুর রহমান

তা'আলা বলেনঃ

..... অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। [সূরা আল আহযাব: ৩৭]

এ বিয়ের মাধ্যমে জাহেলী যুগের এক প্রথার চির অবসান হয়। আহমদ এবার গোপালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো: গোপাল দা, বলুন তো এ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়জন স্ত্রীর কথা আলাপ করেছি। গোপাল বললো: মনে হয় সাতজন।

- একদম ঠিক। এখন আপনাদের যার কথা বলবো তিনি ছিলেন এক গোত্র প্রধানের কন্যা। গোত্রটির নাম বনু মোস্তালাগ। মুসলমানদের সাথে এ গোত্রের যুদ্ধ বাঁধে। এতে তারা পরাজিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তীতে অনেকের সাথে জোয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস রাঃ মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। কন্যার মুক্তির জন্য পিতা হারিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুক্তিপণ নিয়ে আসেন। এ পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোয়াইরিয়া রাঃ কে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। তিনি তখন ইসলাম কবুল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে বিয়ে করে সম্মানিত করেন। আর এ বিয়ের ফলে গোটা বনু মোস্তালাগ গোত্র ইসলাম কবুল করে।

সপ্তম হিজরীতে মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের খাইবার নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। খাইবার মদিনা থেকে ১৫০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। অনেকের সাথে সুফিয়া বিনতে হুয়ায় রাঃও যুদ্ধ বন্দি হন। তিনি ছিলেন গোত্রের প্রধানের কন্যা। তাঁর পিতা এবং ভাইয়েরা এ যুদ্ধে নিহত হয়। সুফিয়া রাঃ একজন সাহাবার জিন্মায় ছিলেন। যখন অপর সাহাবারা জানতে পারেন তিনি গোত্র প্রধানের কন্যা। তখন তাঁরা এতে আপত্তি জানায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের আগে সুফিয়া বিনতে হুয়ায় রাঃ আরও দুটি বিয়ে হয়েছিল।

আহমদ হুমায়ূনকে আবার প্রশ্ন করলো: হুমায়ূন, তুমি কি মক্কা থেকে

মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের কথা জান? হুমায়ূন হ্যাঁ সূচক উত্তরে আহমদ খুঁশি হয়। আহমদ বলেঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের মাঝে একজন ছিলেন উম্মু হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাঃ। আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিল নাজ্জাশী। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। মুসলমানদের সেখানে হিজরত করার পিছনে এটি একটি কারণ ছিল। গোপাল আহমদকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটি আবার কোন দেশ।

- গোপাল দা, এদেশের বর্তমান নামঃ ইথিওপিয়া। আফ্রিকার একটি দেশ। - ও হ্যাঁ, ইথিওপিয়ার নাম শুনেছি।

- জি গোপাল দা, যা বলছিলাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মাঝে ছিল উম্মু হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাঃ তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবলাম কবুল করলেও আবিসিনিয়ায় গিয়ে সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলামী শারিয়া অনুযায়ী এতে তার সাথে উম্মু হাবিবা রাঃ এর বিয়ে ভেঙে যায়। ভিন দেশে উম্মু হাবিবা রাঃ এক হয়ে পড়েন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে লোক মারফত নাজ্জাশীর কাছে উম্মু হাবিবা রাঃ কে বিয়ে করার কথা জানান এবং তাঁকে মদিনায় ফেরত পাঠাতে বলেন। তিনি মদিনা ফিরলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁকে বিবাহ করেন। উম্মে হাবিবা রাঃ ছিলেন কোরাইশ সর্দার, তৎকালীন সময়ের ইসলামের অন্যতম শত্রু আবু সুফিয়ানের কন্যা। আবু সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। এ বিয়ের ফলে আবু সুফিয়ানের মন থেকে মুসলমানদের উপর শত্রুতার আগুন নিভে যায়। পরবর্তীসময়ে তাঁকে মুসলমানদের বিরুদ্ধচারণ করতে দেখা গেলেও অস্ত্র ধরতে দেখা যায়নি। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আবু সুফিয়ান ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। অষ্টম হিজরীতে মুসলমানরা মক্কা জয় করে। মক্কা বিজয়ের সময় মুয়াযমানা বিনতে হারিস রাঃ ইসলাম কবুল করেন এবং নিজে থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এসময় তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। তিনি ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করে সম্মানিত করায় মক্কায় অনেকে ইসলাম কবুল করে।

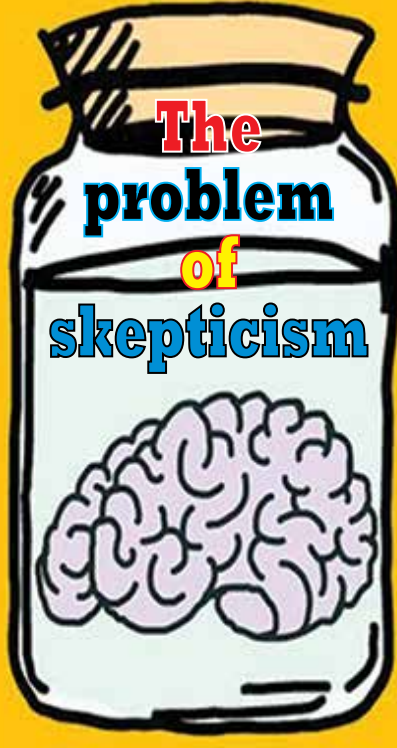
গোপাল দা, আমরা একেবারে শেষে এসে পড়েছি এখন সর্বশেষ স্ত্রীর কথা বলবো। তার নামঃ মারিয়া আল কাবতীয়া রাঃ। মিশরের বাদশাহ মারিয়া রাঃ কে দাসী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। তাঁর গর্ভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র জন্ম নেয় যার নাম ইব্রাহিম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন।

এবার বিকাশ আহমদকে থামালো: আহমদ ভাই, এই দাসীর বিষয়টা আমাকে একটু খুলে বলুনতো।

- বিকাশ দা, আজ সময় হবেনা। আমি আগামী দিন ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বলবো।

আহমদ বিদায় নিলো।

চলবে.....



সুনামগঞ্জে হিন্দু পরিবার ও মন্দিরের হামলাকারী আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় হিন্দু পরিবার ও মন্দিরের উপরে হামলা চালিয়েছে শাল্লা উপজেলা চেয়ারম্যান আল আমিন চৌধুরী। সাম্প্রদায়িক হামলার নেতৃত্বদানকারী উপজেলা চেয়ারম্যান আল আমিন চৌধুরী। আওয়ামী সন্ত্রাসী আল আমিন হেফাজত ইসলামের বেশে তার ক্যাডার বাহিনী নিয়ে সবাইকে টুপি, পাঞ্জাবি ও মাথায় ইসলামী ব্যান্ডপারিয়ে জঙ্গি হামলা চালায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আল আমিনরা অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক এ ধরনের দাঙ্গা বাধিয়ে যাচ্ছে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগের ইন্দনে। বাংলাদেশের এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকরা আসল তথ্য গোপন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে যা দুঃখজনক। প্রসঙ্গত, দেশের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় ক্রমাগত একের পর এক হিন্দু সম্পত্তি দখল, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ও অগ্নি সংযোগ করে দেশকে অস্থিতিশীল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার অপচেষ্টা করছে ভারতীয় নপুংশ দালালগুলা। ঢাকা মেডিক্যালসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো টার্গেট করে করে বিক্ষোভিত করছে। সেই রানা প্লাজা থেকে শুরু করে দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি,কাঁচা বাজার ও বিভিন্ন রঙানি মুখি কল কারখানায় একের পর অগ্নি সংযোগ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের বিশেষ সন্ত্রাসী বাহিনী যা ইঙ্কনের দ্বারা পরিচালিত। এলাকায় এলাকায় ওই ধরনের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে না তুললে সবাইকে ভুগতে হবে।



বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য
কর্তৃপক্ষ

রিপোর্ট বিভাগ

সুনামগঞ্জ

শাল্লা

শাল্লা উপজেলা

সুপ্রভাত সিডনি

চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ (আল আমিন চৌধুরী)

উপজেলা চেয়ারম্যান
গণ্যকর্তৃক নং ৩০

মোবাইল : ০১৭১০৮৩০১১৬

ফোন (অফিস) :

ইমেইল : chairmanurz.shalla@gmail.com

ফক্স :

পিতৃ মেল :
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-শ্রীহাইল, ইউনিয়ন-শাল্লা, উপজেলা-শাল্লা, জেলা-সুনামগঞ্জ।
সর্বশেষ শিক্ষাপত্র স্নাতক :

সিডনিতে SPMC 'কমিউনিটি ডায়ালগ' মতবিনিময় সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রবাসি বাংলাদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের সার্বজনীন বৃহত্তম সংগঠন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) 'কমিউনিটি ডায়ালগ' শিরোনামে মতবিনিময় সভা গত ১৭ মার্চ বুধবার ২০২১ সন্ধ্যায় সিডনির বেলমোর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সিডনিতে বিতর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 'মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের প্রেক্ষাপট' নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

পবিত্র কোরআন তেলোওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু করার পর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মতিনের উপস্থাপনায় শুরু হয় আলোচনা। 'মাতৃভাষা দিবস ও স্মৃতিসৌধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন

COMMUNITY DIALOGUE

ISSUE:

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY
MONUMENT AT BELMORE



Organised by:

Sydney Press and Media Council

Date: 17 March 2021, Sydney, Australia

সহ-সভাপতি শিবলী আবদুল্লাহ।

শহীদ মিনারের আদলে- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্তম্ভ বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে কমিউনিটির প্রবীণ নেতা ফারুক হান্নান

তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় প্রবাসী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, 'শহীদ মিনারের আদলে-

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্তম্ভ বাস্তবায়ন' কমিটি, বিভিন্ন মিডিয়াসহ প্রায় ৪০টি সংগঠনের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা একাত্মতা ঘোষণা করে সূচিস্তিত

মতামত প্রদান করেন।

উপস্থিত প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দ বলেন, কমিউনিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যারা বেলমোরের পিল পার্কে কুরুচিপূর্ণ মনুমেন্ট বানিয়েছে, তাদের এই হীন কাজের জন্য সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনাসহ তাদের নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃনির্মাণ কাজ যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা, ব্যক্তিগত আক্রোশে সংযমহীন ভাষায় এবং অসংযত আচরণে কাউকে হয়ে প্রতিপন্ন করাকে প্রতিরোধ ও কমিউনিটিতে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টিকে প্রতিহত করা। পাশাপাশি দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন ও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মতামত লিপিবদ্ধ করে শীঘ্রই তা প্রকাশ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। রাতের খাবারের পর মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আরো ছবি পৃষ্ঠা-১৩



স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন প্রেসার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৮ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যা সাতটায় ল্যাকেন্সার পেরী পার্কে উন্মুক্ত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।

উত্তেজনা নিয়ে যথা সময়ে খেলা শুরু হয়। দুই দলই সমান তালে এবং প্রবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রথম খেলায় জয়ী হয় আরাফাত ও রাকেশ দল। দ্বিতীয় খেলায় জয়ী হয় ওয়াসেল ও নবীন দল। জয় নির্ধারণ করার জন্য শুরু হয় তৃতীয় এবং শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টান টান উত্তেজনা আর দর্শকের চিৎকার আর করতালী খেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় আরাফাত আর রাকেশ দল।

খেলা শুরু হয় ২১ মার্চ, এতে মোট ৩২ টি দল অংশ গ্রহণ করে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সামীম। সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়ে বক্তব্য রাখেন অন্যতম উপদেষ্টা জিল্লুর রশীদ ভূইয়া। তারপর একে একে সব স্পন্সরদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং সবাই আগামীতে সঙ্গে থাকবেন বলে আশ্বাস প্রদান



করেন। স্বেচ্ছাসেবকদের উপহার দেয়ার পর্ব। প্রথমে সেমি ফাইনালিস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তারপর তারপর রানার্স আপ এবং সবশেষে শুরু হয় খেলোয়াড়দের পুরস্কার চ্যাম্পিয়নদের দেয়া হয় মেডেল।

সিডনিতে IPDC এর বার্ষিক বার্বিকিউ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৮শে মার্চ ২০২১ রবিবার ওয়েলি পার্ক সিডনিতে অনুষ্ঠিত হলো আইপিডিসির (IPDC) বার্বিকিউ। সকাল ১১৩০ মিনিট থেকে আগত অতিথিবৃন্দের আগমনে সুন্দর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দলের সভাপতি চৌধুরী শাহরিয়ার

মাহমুদের নেতৃত্বে শুরু হয় ইসলামী আলোচনা। কি করে প্রতিটি মুসলমান নাজাত পায়, কি করে প্রবাসে বেড়ে উঠা প্রতিটি ছেলে মেয়ে ইসলামী মূল্যবোধে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত মেহমানদেরকে রকমারি বার্বিকিউ ও কোমল পানীয় দ্বারা আপ্যায়ণ করা হয়।



১২ পৃষ্ঠার পর



কোরোনা ভেক্সিনের যত অপকারিতা

In regards to vaccinations against Covid 19.

What is informed consent? You should all know what it is you are going to get from your doctor. What's its name, who is manufacturing it and what are the ingredients. What are the possible side effects and long term consequences from these shots?

The facts: None of the current vaccines on offer for Sar-Cov2 have been tested on animals, nor have they been extensively tested in humans in long term double blind studies with a proper placebo (ie. saline). None of these medications are actually fully approved by the TGA(Aus), EMA (Europe) or FDA (USA). They only have emergency use status. Now, to have an emergency status you have to have an emergency. In Australia there has hardly even been a "case" in months let alone a death attributed to Covid 19, so to call this situation an emergency is much more than an over-statement. On top of that all of these "medications" are still at various levels of trial phases and you will be the guinea pig in those trials. Even Greg Hunt has publicly stated that this vaccine roll-out will be the biggest experiment ever conducted on Earth.

The official, yet questionable, death rate in Australia, counting all the deaths attributed to Covid are to date 909, which is 0.000036% of the population but if you dig a little to see who died and what their conditions were when they died, you very quickly get the idea that it's hard to even ascertain if anyone in fact died off Covid rather than with cold or flu like symptoms. 44% of those who had Covid as a cause of death on their death certificates were in the late stages of dementia, the rest late stage cancers, COPD Lung Disease, Heart Disease, Renal failure, etc. All had severe co-morbidities and were over 75 and in aged care, bar a few. The overall death rate was almost 1000 lower than in the previous 5 years (Australian Bureau of Statistics). A short spike in death rates came about last April to June due to lockdowns and people being locked in quarantine in aged care facilities and people at home not visiting a doctor or hospital for urgent care, including mental care in case of suicides, which had a bit of



a spike in the first half of 2020. Most of these people were refused treatments that are easily affordable and readily available and that could have saved their lives, ie Hydroxy-chloroquine, of which Clive Palmer donated millions of doses to our Government for the Australian people last April, at his expense. Scott Morrison and Greg Hunt decided that that was too easy and declared the useful and well tested and proven drug illegal for doctors to prescribe and threatened them with jail time and massive fines. In the meantime Ivermectin had also proven to work against the symptoms of Covid 19 but was also knocked out as a contender for the treatment. <https://dominantoday.com/dr/covid-19/2020/09/29/doctors-cure-6000-patients-with-covid-19-with-ivermectin/> These patients were also refused in-hospital care and were instead locked away in quarantine rooms in aged care, drugged with morphine and other tranquilizers and forgotten. Most died from neglect (from a Melbourne Doctor).

By then we were in lockdowns and people weren't even allowed to go see their dying relatives off, let alone bury them properly. The daily bombardments from the mainstream media about people dying, the daily body count and inflated reports about yet another 91 sadly passing away from Covid didn't help. The fear mongering continues to this day. Remember the death rate is 0.000036% and for that your businesses were locked down, your grand-parents or parents neglected and separated from their families. The flu kills 1000 to 3000 people every year, except last

year. In 2020 it was apparently only a few dozen who died with influenza. So Covid killed the flu. They said that it was all the hand sanitizer, masks, people staying home and social distancing that stopped the flu but those measures were supposed to help everyone not to kill granny with Covid. So after the first couple of months of daily death counts and fear mongering we got to "Cases", cases meaning people

have this thing? It's actually not a viral test at all, it's a method of cell or material proliferation for lab technicians to make more of a small sample of tissue they collect. Polymerase is an enzyme used to produce more of the cells found by cycling it through multiple times. The RT PCR is so sensitive that it will detect the minutest amount of something within about 30 cycles or less and if you use more than that you

the purpose of diagnosing an infection of anything. https://brandnewtube.com/watch/dr-karry-mullis-who-invented-the-pcr-test_JfgfpAKQwyHkzZ1.html <https://empowertotalhealth.com.au/covid-19-to-test-or-not-to-test/>

Why are they keeping this going? Why the lockdowns, why all the measures? It's a deep dive into a plan called Agenda 2030, which I will leave a link here to but won't get into right now, since that is a whole other article and a long one. <https://www.bitchute.com/video/1JH24Wl4nl7/> <https://www.youtube.com/watch?v=Z6HQFMqxEwc>

Now to the vaccines the Government is currently pushing on people who don't need or want them. First of all a vaccine takes 7-15 years to develop, they haven't found a cure for cancer or diabetes or Aids for decades and yet they came up with a "95%" effective vaccine in less than a year for Covid, a novel virus no one had ever seen before. By the way, to this day this Novel Virus has never been isolated by any lab anywhere, or at least no one seems to have access to it or know where they can find it. To isolate a virus a method called Koch's Postulates needs to be used to identify the illness this virus causes and isolate the actual pathogen, which no one has done to date. <https://www.bitchute.com/video/4IKKCG4lZqCe/> 3 main companies were allowed to release their vaccines on the population without being first properly tested and without undergoing normal approval processes, which takes years.

Pfizer BioNTech (a combination of a US and German Companies), Moderna, a US company not formerly in the vaccine business, backed by Bill Gates and Dr. Fauci, as is Pfizer and AstraZeneca, a British firm are at the forefront of this vaccine push. As I said all of them have emergency use approved only. AstraZeneca - <https://newdrugapprovals.org/2021/03/10/azd1222-chadox1-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-covishield/>, Australian Vaccine Roll-Out: PfizerBioNTech, which most people won't have access to and AstraZeneca, ১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

IVERMECTIN FOR COVID-19
41 TRIALS, 304 SCIENTISTS, 14,833 PATIENTS
20 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS
 89% IMPROVEMENT IN 11 PROPHYLAXIS TRIALS RR 0.11 [0.05-0.23]
 83% IMPROVEMENT IN 13 EARLY TREATMENT TRIALS RR 0.17 [0.11-0.28]
 72% IMPROVEMENT IN 20 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS RR 0.28 [0.17-0.47]
 78% IMPROVEMENT IN 15 MORTALITY RESULTS RR 0.22 [0.12-0.41]
POTENTIAL WEEKLY LIVES SAVED*: 48,931
* BASED ON WEEKLY DEATHS AND EFFECTIVENESS OF EARLY TREATMENT WHERE NOT USED. 02/21/21. IVMETA.COM

HCQ FOR COVID-19
209 TRIALS, 3,262 SCIENTISTS, 183,407 PATIENTS
 66% IMPROVEMENT IN 26 EARLY TREATMENT TRIALS RR 0.34 [0.27-0.44]
 73% IMPROVEMENT IN 12 EARLY TREATMENT MORTALITY RESULTS RR 0.27 [0.16-0.46]
 49% IMPROVEMENT IN 5 EARLY TREATMENT RCT RESULTS RR 0.51 [0.30-0.88]
 34% IMPROVEMENT IN 35 PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS TRIALS RR 0.66 [0.51-0.85]
 36% IMPROVEMENT IN 6 POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS TRIALS RR 0.64 [0.47-0.88]
 25% IMPROVEMENT IN 143 LATE TREATMENT TRIALS RR 0.75 [0.69-0.81]
TRIALS COMPARING HCQ WITH A CONTROL GROUP. 02/24/21. HCQMETA.COM

who test positive to Covid but had little or no symptoms. New words emerged like asymptomatic carriers, which quickly proved false. If you don't have symptoms you don't have the flu, the same is true for Covid. <https://empowertotalhealth.com.au/how-junk-science-is-keeping-the-myth-of-asymptomatic-transmission-of-sars-cov-2-alive/> So what is this Rt PCR (Polymerase Chain Reaction) test they use to find out if you

are in effect manufacturing tissue outside the body from which it came. You are making more of something you found. In Australia and the US labs looking for Covid used 40-60 cycles, on average 45 cycles, which means that all of the samples tested came up false positives. Dr. Karry Mullis the inventor of the RT PCR proliferation method won a Nobel Prize for his scientific and very useful discovery. He himself said that the RT PCR isn't fit for

ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Recombinant) COVISHIELD™

- DNA (recombinant simian adenovirus Ox1 ΔE1E3 vector human cytomegalovirus promoter plus human tissue plasminogen activator signal peptide fusion protein with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1 spike glycoprotein codon optimized-specifying)

The University of Oxford, AstraZeneca vaccine is a vaccine that aims to protect against COVID-19.



Manufacturer/developer: AstraZeneca, University of Oxford
Research name: AZD1222 (ChAdOx1) Vaccine type: Non-Replicating Viral Vector
Administration method: Intramuscular injection

Biological Components:

Covishield is a viral vector vaccine. It uses a weakened, non-replicating strain of Chimpanzee cold virus (adenovirus) to carry genetic material of the spike protein of SARS-CoV-2 into human cells



PFIZER-BIONTECH VACCINE INGREDIENTS:

- mRNA
- Lipids (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diy)bis(2-hexyldecanoate) & 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide & 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine & cholesterol
- potassium chloride
- monobasic potassium phosphate
- sodium chloride
- dibasic sodium phosphate dihydrate
- sucrose

১৪ পৃষ্ঠার পর

which is the main jab they are planning on giving Australians.

On mRNA vaccines: By Dr. Madej <https://www.youtube.com/watch?v=mx6Qu-xQE1Y&t=2s>
<http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Videos.php/2021/01/17/dr-carrie-madej-future-effects>

This news in just now! AstraZeneca's jabs have been suspended in 9 European countries due to too many adverse events in the people who received this shot, including young, formerly healthy people dying within days of receiving it. It causes blood clots that can kill.

<https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19f6e17c311595>

Austria, Luxembourg, Norway, Lithuania, Iceland, Latvia, Denmark, Romania, Italy and now Thailand suspended the use of the very vaccine your PM Scott Morrison, acting Health Minister, wants to keep on giving to you, the Australian public. Greg Hunt is currently in ICU with Cellulitis, after getting this jab. Cellulitis is on the list of side effects in the vaccine insert, which you will not see when you go to your doctor. Our government has even disallowed doctors from disclosing which vaccine you will get if you roll up your sleeves. Even the Australian Government's own vaccine handbook states: "It must be given voluntarily in the absence of undue pressure, coercion or manipulation." "Consent must be given by a person with legal capacity and of sufficient intellectual capacity to understand the implications of being vaccinated."

That won't be possible if your doctor can't tell you what he or she is injecting in you, since they aren't allowed to tell you.

<https://immunisationhandbook.health.gov.au/vaccination-procedures/preparing-for-vaccination>

Here in Australia we have Rights, Human Rights, which you can read about here. "Freedom from torture or cruel, inhuman and degrading treatment or punishment; and freedom from medical or scientific experimentation without consent (art 7)" <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/absolute-rights>

The other bit of important information you aren't being told on the daily news is that your doctors signed up to injecting you with these vaccines, without informing you what you are getting and what it might do to you. Your doctors are being paid \$75 per shot given. You do the math! Your PM told you this vaccine is free for all Aussies, yet your tax dollars paid for it and the bill is in the billions of dollars of your money, while your business suffered terrible losses over the last year.

More on these vaccines, Pfizer, AstraZeneca and Moderna (US and Pacific Islands are getting this one) are never before used, largely untested (no animal testing) mRNA Gene Technology shots, which by definition are not actual vaccines at all, they are Gene Nano Tech medications, which will alter your DNA and make your body manufacture Virus Spike Proteins, which can in effect give you Covid



amongst other very bad side effects. This is similar technology to CRISPR gene splicing in GMO crops. Here is the list from The FDA (food and drug administration in the USA) website:

FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines :
DRAFT Working list of possible adverse event outcomes

- ***Subject to change***
- Guillain-Barr's syndrome
- Acute disseminated encephalomyelitis
- Transverse myelitis
- Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/meningitis/ encephalopathy
- Convulsions/seizures
- Stroke
- Narcolepsy and cataplexy
- Anaphylaxis
- Acute myocardial infarction
- Deaths
- Pregnancy and birth outcomes
- Other acute demyelinating diseases
- Non-anaphylactic allergic reactions
- Thrombocytopenia
- Disseminated intravascular coagulation
- Venous thromboembolism
- Arthritis and arthralgia/joint pain
- Kawasaki disease
- Multi-system Inflammatory Syndrome in Children
- Vaccine enhanced disease -after exposure to a wild virus after the vaccine
- Myocarditis/pericarditis
- Autoimmune disease

Many of the above have already occurred in the USA and Europe, you can look it up on the VEARS website but be warned, they don't make it easy to find. <https://www.instagram.com/tv/CL8qYM4nxbc/?igshid=13wtrdvw2m2t>

Between Dec. 14, 2020, and Mar. 5, 2021, 31,079 reports of adverse events were submitted to VAERS, including 1,524 deaths, 5,507 serious injuries and 390 reports of Bell's Palsy. And that is just in the US. The UK is reporting similar but slightly lower numbers.

<https://www.oom2.com/t74632-covid-vaccine-injury-reports-grow-in-number-but-trends-remain-consistent>

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-death-up/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=1f3a7dc2-ae8f-4671-ab4f-2429e7aaf02e

https://brandnewtube.com/watch/could-the-covid-19-jabs-kill-more-than-covid-19_LBNSBbS1XqERM5x.html

https://brandnewtube.com/watch/dr-sherri-tenpenny-explains-how-dangerous-the-shot-is_

https://brandnewtube.com/watch/how-the-covid-19-non-approved-depopulation-vaccine-works-in-3-6-months-dr-sherri-tenpenny_xqHqWQsXmPTy55.html
https://brandnewtube.com/watch/a-must-watch-dr-david-martin-this-is-not-a-vaccine_tgxShBNBDXiW6p8.html

To make an informed decision for you and your family please read this carefully and watch all the links provided, then do a search on all this for yourself. Many good and informative videos have been removed from Youtube since the powers that be don't want the truth out there, so use alternative platforms.

This is by no means medical advice but I am recommending people inform themselves fully before rolling up their sleeves for an experimental jab that has not been adequately tested and has new technology in it never before used in the human body. I also recommend that you stay away from Mainstream News, which is owned worldwide by 6 companies and making money from pharmaceuticals. Good health and a long and happy life! God bless!

A concerned human being from Sydney, Australia--
Informed Consent by E.T.

নূরুল কাদিরকে SPMC
স্বাধীনতা সম্মাননা প্রদান



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী লেখক ও সাংবাদিকদের সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) সাবেক রাষ্ট্রদূত বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদিরকে (অ্যাডভোকেট) স্বাধীনতা সম্মাননা দিয়েছে। ২৫ মার্চ দুপুরে ঢাকায় অনলাইন টেলিভিশন টাইমস টোয়েন্টিফোর এর স্টুডিওতে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদানের সময় উপস্থিত

ছিলেন বাংলাদেশ খোবল এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ক্রীড়া সংগঠক মোহাম্মাদ শামিম আল মামুন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ও পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মোহাম্মাদ আলী চৌধুরী মামুন, টাইমস টোয়েন্টিফোর টিভির প্রধান নির্বাহী ড. মশিউর রহমান। বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমানের পরিচালনায় সিডনি থেকে অনলাইনে অংশ নেন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নাইম আবদুল্লাহ।

হযরত নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার পিতা হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি নুমানকে অমুক অমুক জিনিস দিয়ে দিয়েছি। এ কথার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সকল সন্তানকে এ ধরনের উপঢৌকন দিয়েছো? তিনি জবাবে বললে, না। সবাইকে তা দেইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। অতপর তিনি বললেন, তুমি কি এটা পসন্দ করাবে না যে, সকল সন্তান আমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক। বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কেন নয়। তিনি বললেন, তাহলে এ ধরনের করানো। “আল আদাবুল মুফরাদ এ হাদীসের এ অংশ বিশেষভাবে চিন্তা করার মত। “তুমি কি এটা পসন্দ করাবে না যে, সকল সন্তান আমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক।” অর্থাৎ শিশু আপনার আচরণেই শিক্ষাগ্রহণ করে যে, মাতা পিতার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে। শিশুর চরিত্র ও চাল - চলন গঠনে মাতা - পিতা ছাড়া অন্যান্য কার্যকারণও সক্রিয় থাকে। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা, বন্ধু - বান্ধব, আত্মীয় - স্বজন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা এসবই নিজস্ব সীমায় ভাঙ্গা - গড়ার কাজে দায়িত্বশীল। কিন্তু এখানে শুধু মাতা - পিতার সম্পর্কে আলাচনা করা হচ্ছে। সন্তানদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বাবলী কি এবং তাদের ব্যাপারে সন্তানদের কি কি অধিকার রয়েছে তা আলাচনা করা হবে।

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা: প্রত্যেক মাই এটা চায় যে, তার সন্তান তার অন্তরের শান্তি এবং চক্ষু শীতলকারী হাকে। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য ইজ্জত ও আরামের মাধ্যম হোক। তার বংশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হোক। আপনার এ আকাংখা নিসন্দেহে মর্যাদা পাবার যাগ্যে। কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষাই শুধু দোয়ার মাধ্যমে পূরণ হয় না। আপনাদের দোয়া পবিত্র, আপনাদের আকাঙ্ক্ষাও পবিত্র; কিন্তু শুধু দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। নিজের দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে চেষ্টার হক আদায় না করলে তা কখনো সাফল্যের রূপ দেখবে না। সন্তানের ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা কে না করে থাকে। কোনো মা এ আশা করে যে, তার সন্তান ব্রষ্ট পথে চলুক? সন্তানের খারাপ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তরে বাজে। সন্তান যদি লজ্জিত এবং ব্যর্থ হয় তাহলে কোন মার চক্ষু দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত না হয়। আর সন্তানের সার্থক ভবিষ্যত দেখে কোন মা খুশীতে বাগ বাগ না হয়। কিন্তু শুধু ভালো আবেগ - অনুভূতি দিয়েই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হলো তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং তাদের অধিকার আদায়ের পুরো চেষ্টা করা। আপনি নিজের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই না রাখেন তাহলে আপনি তাদের অধিকার কিভাবে আদায় করবেন। সন্তানের অধিকারসমূহ আদায়ে আপনাকে এজন্যও তৎপর



সন্তানের অধিকার

ডঃ ইমাম হোসেন (ক্রনাই)

হওয়া প্রয়োজন যে, এটা আপনার দীনি দায়িত্ব। তাদের অধিকারসমূহ আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং একদিন তিনি এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ করেন, এবং মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক। তামেরা সবাই (নিজ নিজ অবস্থা) অনুযায়ী রক্ষক এবং তামাদের সকলের নিকটই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।” - বুখারী ও মুসলিম

নিসন্দেহে পিতাও নিজের সন্তানের রক্ষক এবং তাদের অধিকারসমূহের জিম্মাদার। কিন্তু এটা বাস্তব যে, মার দায়িত্ব কিছুটা বেশী। পিতা জীবিকার জন্যে দৌড় - ঝাপের কারণে বেশীর ভাগ সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করে। গৃহে সবসময় মাতাই শিশুদের সাথে থাকেন এবং শিশুও মার প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়। শিশুদের উপর খেয়াল দেয়ার জন্য প্রকৃতিগতভাবেই মা বেশী সময় এবং শিশুও মায়ের প্রভাব কিছুটা বেশী গ্রহণ করে। আর এটাও বাস্তব যে, শিশুদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন এবং তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক নিজের হিকমতের অধীন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা বেশী দান করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, দয়া ও নম্রতা এবং ভালবাসার মৌলিক গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশী দান করা হয়েছে। আর এজন্যই তাদের উপর আল্লাহ পাক যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য ঐসব গুণাবলীর বেশী প্রয়োজন।

সন্তানের কদর ও মূল্য: সন্তানের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার প্রতি আপনার মর্যাদা ও মূল্যের অনুভূতি থাকা। তার অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সন্তানকে

নিজের জন্য আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। আপনি যদি তার অস্তিত্বের মূল্য দিতে সফল হন তাহলে তার অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করতে পারবেন না। অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগেই আপনি দেবেন না অথবা এ সুযোগে এলেও আপনি অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবেন না। সন্তানের সাথে সঠিক আচরণের জন্য তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য জানা অতি আবশ্যিকীয় ব্যাপার। সন্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত। সন্তান ঘরের শান্তি, পায়ের ও বরকত এবং দীন - দুনিয়ার কল্যাণের সমান। সন্তান দুনিয়ায় আপনার মান - মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের সাহারা বা সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত। আপনার আশা - আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। আপনার প্রিয় ধ্যান - ধারণা বা আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম হয়। আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম - প্রথাকে সে অব্যাহত রাখে এবং আপনার উত্তরাধিকার হয়ে পরবর্তীতে সে আপনার কীর্তিকে জীবিত রাখে। দীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তান আল্লাহর নজীরবিহীন পুরস্কার। দীনি কাজে সে আপনার উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকার। দীনি কাজের জবাবদিহিতে সে আপনার চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরের শান্তি। আপনার দীনি প্রথা ও আদর্শের সংরক্ষক এবং উত্তরাধিকার। এজন্যই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করেন: “হে আমার আল্লাহ! তুমি আমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করাবে।” এ দোয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তাহলে, সন্তান তার পর দীনি উত্তরাধিকার হবে এবং পিতার মিশন পূর্ণ করবে। (হে আমার রব) তুমি আমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করাবে। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে।” অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবার থেকে দীনের যে আলা

প্রসারিত হয়েছিলো তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলাকে কখনো নির্বাপিত হতে দেবে না। সত্য কথা হলো, নেক সন্তান দুনিয়াতেও বিরাট মান ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখেরাতেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে।

জান্নাতে বিশেষ মহল: আপনার জীবদ্দশায় যদি সন্তানের মৃত্যু হয় এবং আপনি সে মৃত্যু শাকে সবার ও ঐশ্বের সাথে বরদাশত করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখেরাতের সঞ্চয়, জান্নাতের ওসিলা এবং বিরাট মান - ইজ্জতের মাধ্যম হবে। এ সবরের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং সেখানে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরি করবেন। সে মহলের নামই হবে “শাকেরের মহল।” হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তামেরা আমার বান্দার সন্তানের রুহ কবজ করে নিয়েছে। ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তামেরা তার কলিজার টুকরার রুহ কবজ করেছো! ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, অতপর আমার বান্দাহ কি বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তামেরা বান্দা তামের প্রশংসা করেছে। এবং এ মুসিবতে সে ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন’ পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম “শাকেরের মহল” রাখার নির্দেশ দেন। হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মুসলমান দম্পতিরই তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এসব নিস্পাপ শিশু জবাব দেবে যে, যতক্ষণ আমাদের মাতা পিতা জান্নাতে দাখিল না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে যেতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তামেরা এবং তামাদের মাতা - পিতা সকলেই জান্নাতে যাও।” - তিবরানী সন্তান সাদকায়ে জারীয়াহ:

সন্তানের জীবদ্দশায় আপনি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে যার সওয়াব দুনিয়া থাকা পর্যন্ত আপনার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই মানুষের আমলের সুযোগে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লেখা হতে থাকে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন মানুষ ওফাত পায় তখন তার আমলের সুযোগে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এসকের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকেন)। কাজ তিনটি হলো, এমন সাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে।” “হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন, যখন মাইয়েতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তামেরা সন্তান তামের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।” “হযরত ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহু আলাইহি বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা কর। হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরাইরার মা’কে ক্ষমা কর। এবং পরওয়ারদিগার! সে সকল লাকেকেও ক্ষমা করে দাও যারা আবু হুরাইরা ও তার মা’র জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। সুতরাং আমরা বরাবর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মা’র জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়ায় शामिल থাকি।

সন্তান প্রতিপালন: সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তাদের লালন - পালন। সন্তান অস্তিত্বের জন্য যেমন মাতা - পিতার মুখাপেক্ষী তেমনি বৃদ্ধি ও লালন - পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্যও মাতা - পিতার মুখাপেক্ষী। শিশুর শৈশবকাল অত্যন্ত অসহায়ত্বের কাল। এ সময় যদি মাতা - পিতার অভিভাবকত্ব ও লালন - পালনের সুযোগে না পায় তাহলে সে যথার্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এজন্য ইসলাম সন্তানের কদর ও মূল্য বর্ণনার পর তাকে ভালোভাবে লালন পালনের দ্বিতীয় অধিকার বর্ণনা করেছে।

১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে গোটা বিশ্বে বিএনপির শোক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সাবেক উপরাষ্ট্রপতি, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক, শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাতীয়তাবাদী দলের নেতা কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ। এছাড়া, প্রবাসী বাংলাদেশিরা কোরোনাকালে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভার্চুয়াল দুয়ার আয়োজন করেন। এক বিবৃতিতে নেতৃত্ব বলেছেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো গোটা বিশ্বের মুজিবকামী বাংলাদেশী নেতাকর্মীরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মান্বিত। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্র



প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর অবদান ছিল অপরিমিত। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বর্তমান সরকারের নির্যাতন নিপীড়ন, হামলা মামলা উপেক্ষা করে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি ছিলেন সর্বদা অবিচল। তার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ রাজনীতিবিদকে হারালো যা সহজে পূরণ হবার নয়। এদিকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে আমেরিকা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান আয়ারল্যান্ড বিএনপির সভাপতি হামিদুল নাসির, কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক সাজু, কুয়েত বিএনপির সাবেক সদস্য

সচিব শওকত আলী, বেলজিয়াম বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলম হোসেন, কানাডা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনছার উদ্দিন, মধ্যপ্রাচ্য স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব, অস্ট্রেলিয়া বিএনপির বর্ষীয়ান নেতা দেলোয়ার হোসেন, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক উত্তর শাকিরুল ইসলাম খান শাকিল অনুরূপ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া: আল্লাহ পাক যাতে মরহুমকে ক্ষমা করে জাম্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

১৬ পৃষ্ঠার পর

মাতা - পিতার প্রতি আল্লাহর ইহসান সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য সীমাহীন ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, আন্তরিক স্নেহ ও ভালাবোসা প্রয়োজন। আল্লাহ পাক মাতা - পিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি অসীম ভালাবোসা সৃষ্টি করে এবং তার প্রতিপালনের শক্তিশালী ইচ্ছা দিয়ে এ কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে দিয়েছেন। সন্তান প্রতিপালনকালে বিভিন্নমুখী কষ্ট সহ্য করে মাতা - পিতা কখনই বিতৃষ্ণ ভাব পাষণ্ড করে না বরং এ দুঃখ - কষ্টের মধ্যেও অন্তরে অন্তরে শান্তি অনুভব করেন। দুঃখ - কষ্ট স্বীকার করে এবং বিভিন্ন ধরনের দুঃখ সয়ে যখন শিশুর দিকে একবার স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন গৌরব ও খুশীর বান ডাকে। মাতা - পিতার অন্তরে এমন আত্মিক আনন্দ ও খুশীর উদ্ভব হয় যে, প্রতিপালনের শত দুঃখ - কষ্টের অনুভূতি আর অবশিষ্ট থাকে। শিশুর প্রতি এ অসাধারণ আন্তরিক স্নেহ দিয়ে আল্লাহ পাক মাতা পিতার প্রতি বড় ইহসান করেছেন। এ আবেগ ও উচ্ছ্বাস যদি না হতো তাহলে সম্ভবত সন্তান প্রতিপালনের অধিকার আদায় করা মাতা - পিতার জন্য এক বিরাট পরীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে এবং খুব কমসংখ্যক লাকেই এ দুঃখ - কষ্টের কর্তব্য পালনে সক্ষম হতো। সে দুর্বল ও পরিশ্রান্ত মায়ের কথা চিন্তা করুন যিনি নির্দিষ্ট কয়েক মাস নিজের শরীর ও জীবনী শক্তি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে একটি শিশুর অস্তিত্বের শক্তি দান করেন অতপর নিজের জীবনকে বাজি রেখে একটি নবজাতকের জন্য দেয়। সেই নবজাতকের কথাই চিন্তা করুন। গাশেতের একটি অসহায়। টুকরা। না তার আছে কথা বলার শক্তি। আর সে অসুস্থ মা নিজের জীবনের তায়োজ্য না করে ত্যাগ - তিতিক্ষার মাধ্যমে তার প্রতিপালনের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে থাকেন।

সুন্দর আচরণ:

সন্তানের হক বা অধিকার হলালে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা করা, তাদের আরাম - আয়েশের প্রতি

দৃষ্টি রাখা, তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করা এবং এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আবেগ আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাদের মন ভেঙ্গে যায়, তারা নিরাশ না হয়ে পড়ে অথবা তাদের অহম্বোধ ও আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। আপনার অধীনের আপনার প্রিয় শিশু সন্তান আপনার দিকে স্নেহ প্রাপ্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটা আপনার জন্য আল্লাহর পুরস্কার। এ পুরস্কারের জন্য আল্লাহর শাকের আদায় করুন এবং তার পুরস্কারের অমর্যাদা করবেন না। সন্তানদের মর্যাদা দিন এবং তাদের সাথে সে আচরণ করুন যার তারা যাগে। সন্তান আল্লাহর আমানত। এ আমানত রক্ষা বা হিফাজত করুন এবং নিজের নাদানী ও খারাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এ আমানতকেই নষ্ট করবেন। সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করুন যাতে তারা যাগে হয়ে দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় এবং আপনার মান - মর্যাদা, সুনাম ও পরকালের মুক্তির পাথেয় হয়। অসদাচরণের ভয়ংকর পরিণাম সন্তানের সাথে আপনার আচরণ যদি ভালো না হয়, তাহলে এটা নিজের সাথে, সন্তানের সাথে এবং সমাজের সাথে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কথায় কথায় রাগ করা, চোঁচাননা, ভয় দেখানো, গালমন্দ করা, অকাল কুস্মাণ্ড ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা, তাদের নির্বুদ্ধিতায় অস্থির হয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, গালি দেয়া, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা, তাদেরকে অহেতুক খেলাধুলা ও হাসা - হাসির সুযোগ না দেয়াই হলালে সন্তানের সাথে অসদাচরণ। এ অসদাচরণের পরিণতি খুবই খারাপ এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। এ ভয়াবহ পরিণতি সন্তান, মাতা - পিতা ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালাবোসা:

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালাবোসা প্রদর্শনও তাদের একটি অধিকার। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালাবোসা দেখানো একটি সহজাত ব্যাপার। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মাতা - পিতার অন্তরে এ সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মাতা

- পিতার অন্তরে সন্তানের সীমাহীন ভালাবোসার আবেগ সৃষ্টি করে আল্লাহও মাতা - পিতার প্রতি অসামান্য ইহসান করেছেন। অন্যদিকে এটা সন্তানের প্রতিও ইহসান। সন্তানের প্রতি ইহসান এ কারণে যে, তাছাড়া সন্তানের লালন - পালন সম্ভবই নয়। বরং তা বেশীর ভাগই অসম্ভব ছিল। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর বাচ্চার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায়, মজবুর, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মাতা - পিতার অন্তরে যদি তার জন্য স্নেহ ও ভালাবোসার সীমাহীন আবেগ না হতো তাহলে তার লালন - পালনই হতো না। মাতা - পিতার নজিরবিহীন স্নেহ - ভালাবোসা এবং অসাধারণ ত্যাগ কুরবানীর বদৌলতেই সে বড়ো হয়ে উঠে এবং যাগে হয়। পক্ষান্তরে মাতা - পিতার প্রতি ইহসান এজন্য যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তান প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ অধিকার মাতা - পিতা কখনই আদায় করতে পারতো না, যদি তাদের সন্তানের প্রতি ভালাবোসার বিরাট আবেগ সৃষ্টি না হতো। সন্তানের প্রতি ভালাবোসা আল্লাহর রহমত এবং হিকমতের নিদর্শন এবং তিনি রব বা প্রতিপালক হবার প্রকাশ্য দলিল। কোনো বৈষম্য ছাড়া আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষই নয়, বরং জীব - জন্তুদেরকেও আল্লাহ এ আবেগ দান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে নিজের বংশধরদের প্রতি ভালাবোসা পাষণ্ড করে থাকে।

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:

দৈহিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণও সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু এ অধিকার পূরণ সত্ত্বেও আপনি যদি তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিষ্টাচার ও সভ্যতা থেকে গাফেল থাকেন তাহলে আপনি বড়ো ধরনের অন্যায করছেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া আপনার সন্তান সন্তান হতে পারে না। যে সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে সন্তান কামনা করেন

এবং যেসব উত্তম আশা পূরণের লক্ষ্যে দিন - রাত তাদের লালন পালনে সময় ব্যয় করেন তা তখনই পূরণ হতে পারে যখন আপনি সন্তানের দীর্ঘ শিক্ষা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের হক আদায় করেন। সন্তানকে নেক ও ভাগ্যবান করে গড়ে তোলো একদিকে যেমন আপনার দীর্ঘ দায়িত্ব। তেমনি সন্তানের প্রতি ভালাবোসা প্রদর্শনও তাদের অধিকারভুক্ত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, আপনি অত্যন্ত হিকমত, চিন্তা - ভাবনা, ধৈর্য, কর্তব্য সচেতনতা, উদারতা, রুচিশীলতা, উৎসাহ -

উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। সন্তানের এ অধিকার পূরণ করেই আপনি আশা করতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার জন্য শান্তির কারণ, সমাজের জন্য রহমতের মাধ্যম, মিল্লতের জন্য গৌরবের আধার এবং দীনের সম্পদ হতে পারে। সন্তান লালন - পালনে প্রভূত পরিমাণ জীবনী শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ের পরও যদি আপনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেন তাহলে আপনি সাংঘাতিক ধরনের সামাজিক অপরাধ করছেন। এ অপরাধের পরিণামফল অত্যন্ত বিষময়।

২০২১ সালে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাদের মাঝে লটারি করে সৌভাগ্যবান বিজয়ীকে একটা আইপ্যাড উপহার দেয়া হবে। তাই লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আজই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন



Click on the logo to subscribe



Moon sighting is Islamic Rules



Backed by over 100 Imams, many Mosques and Islamic Centres across Australia

Suprovat Sydney

"Ramadhan is the month in which the Qur'an was revealed, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance and as a criterion (al-Furqan)" [Al Baqarah, 2:185] Unfortunately the reality today is that people begin Ramadhan on different days and have Eid on different days even in one country and one city. We must understand the reasons why people differ on this matter, the arguments they put forward and the hukm shari regarding this matter according to the Islamic evidences. Remember, O Muslims! When you hear that a Muslim country, any country, no matter how near or how far, declares that it has been confirmed according to the lawful way that the new moon of Ramadhan has been sighted, you must begin your fast, and you are forbidden to wait for the ruler or the Mufti in your part of the world to give you permission to fast, and when you hear that a Muslim country, no matter how near or how far, has declared that the sighting of the moon of Shawwal has been confirmed, by relying on the method recognised by Shari'ah, you must break your fast and celebrate the Eid, you are forbidden from waiting for the ruler's or the Mufti's permission to celebrate Eid. It is important to understand that the sources of Shariah for us are the Quran & Sunnah fundamentally. Our emotions, public opinion, the view of the majority, norms, customs, etc do not determine the shariah rules. The Prophet ??? said: "Whoever speaks about the Qur'an without knowledge, then let him prepare for himself his seat in the fire." [Tirmidhi, Ahmad, Nisai & Ibn Jarir] We need to remember the statement of Ibn Masud (ra): "The Jama'a is Haq (truth) even if it is one person".

Allah swt says:

"They ask you about the crescents. Say: They are but signs to mark fixed periods of time in the affairs of men and for pilgrimage." [Al Baqarah, 2:189] ??? "Whoever witnesses the crescent of the month, he must fast the month." [Al Baqarah, 2:185] Bukhari and Muslim reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar (may Allah be pleased with them) that the Messenger of Allah swt mentioned Ramadan and said: "Do not fast till you see the new moon, and do not break fast till you see it; but if the weather is cloudy complete it (thirty days)." Muslim also reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar (R) that the Messenger of Allah Swt made mention of Ramadan and with a gesture of his hand said: "The month is thus and thus. (He then withdrew His thumb at the third time indicating 29)." He then said: "Fast when you see it, and break your fast when you see it, and if the weather is cloudy do calculate it (the months of Shaban and Shawwal) as thirty days." Bukhari reported on the authority of Ibnu Omar (R) that the Messenger of Allah Swt said: "The month consists of 29 nights, so do not fast till you have sighted it (i.e. the new moon), and if the weather were cloudy, then complete it as thirty days." In the narration of Muslim, the Messenger of Allah Swt said: "The month of Ramadan may consist of twenty-nine days. So do not fast until you have sighted it (the new moon) and do not break fast, until you have sighted it (the new moon of Shawwal), and if the sky is cloudy for you, then complete it (thirty days)." Muslim also reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar that the Messenger of Allah Swt said: "The month of Ramadan may consist of

twenty-nine days; so when you see the new moon observe fast and when you see (the new moon again at the commencement of the month of Shawwal) then break it, and if the sky is cloudy for you, then calculate it (and complete thirty days)." These Ahadith are very clear and unequivocal, in them the Messenger of Allah ??? orders us to fast when the sighting of the new moon of Ramadhan is confirmed, and orders us to break the fast when the sighting of the new moon of Shawwal is confirmed; these orders are binding and their violation is a sinful act just like the abandoning of any other duty or the committing of an unlawful act. The command of fasting and breaking fast is general: "Do not fast till you see it and do not break fast till you see it." - "Do fast when you it is sighted and break fast when it is sighted." The verb 'Sumu' 'Do fast' is in the plural form includes all Muslims all over the world. Furthermore, the word 'Ruayateh' 'sighting' has also come in a general form: "When it is sighted" or "If it is sighted."; this means that it includes any sighting, and it does not merely apply to the person who sights the new moon, nor does it specifically apply only to the people of his own country, for the address which orders the fast is general and comprehensive, as is the address concerning the sighting, therefore, the rule is undoubtedly general. The command is not for individual Muslims to sight the moon and then begin fasting or to make Eid based upon their personal sighting. Even the Prophet used to begin fasting when he had not personally seen the moon but a Muslim had reported to him that they had seen it. Ibn Umar (ra) reported, "During the time of the Prophet ???,

the companions went looking for the new crescent. So I told the Prophet that I saw it. So he fasted and told the companions to fast." [Abu Dawud & Hakim] Therefore, the command of fasting and of breaking the fast when the new moon is sighted is a command which addresses all Muslims all over the world. So for example if the new moon was sighted in Rabat on Friday night, and was not sighted in Jakarta on Friday night but on Saturday night, the people of Indonesia must act upon the sighting of the new moon in Morocco, they must therefore begin the fast on Friday if the new moon was that of Ramadan; if they did not fast that day they should compensate for that day because the obligation to fast has been confirmed by the sighting of the new moon by any Muslim anywhere in the world. Also, if the new moon was that of Shawwal, they should break their fast when news about the sighting reaches them even if they did not sight it themselves, for the moment the sighting is confirmed, they must break their fast, and it would be sinful for them to continue fasting. Therefore, the Shari'ah rule states that if the people of one country sighted the new moon, it would be exactly as if all the Muslims have sighted it as well, therefore they should all fast if it is the new moon of Ramadhan, and they should all break fast if it is the new moon of Shawwal. This is the rule of Allah according to the Shari'ah texts. During the lifetime of the Messenger of Allah, the Muslims used to begin the fast on the same day and break it on the same day despite the fact that they lived in different areas, and this serves as another Shari'ah evidence that the sighting of the new moon in one area obliges all the Muslims to fast together

on the same day and break fast together on the same day. As for the Shub'ha (controversial evidence) of those who claim that the beginning of the fast and the end of the fast i.e. the day of Eid could be different, this can be summarised in two points: 1- The first Shub'ha: They claim that to each people living in one country their sighting, for each people should follow their own times just like the times of prayer; this is why they said: The precept lies in the Matali', i.e. the time of rising (of celestial bodies). In answer to this claim we say the following: The times of prayer are subject to their scheduled times and these are different even in the one region, for the signs which the Shari'ah has specified would occur at different times; as far as fasting is concerned, this difference also applies at the time of Imsak (beginning of fast) at dawn and at the time of Iftar (end of fast) just after sunset, this is so because the text has indicated this difference:

Allah Swt says:

"And eat and drink until the white thread of dawn appears to you distinct from its black thread; Then complete your fast until the night appears" [Al-Baqarah, 2:187] The Imsak and the Iftar times differ from one place to another just like the times of prayer, which also differ from place to place, this difference happens in the one single day, however, the beginning of the month of fasting must begin on the same day all over the whole world, and the difference occurs only in the parts of the single day. This is what the texts of the Hadith have clearly indicated; and this is what is confirmed by the understanding deduced from the Shari'ah rule. The difference in the rise of the new moon between the farthest two points in the world does not exceed **See on Page 19**

BSCA ও SPMC কোভিড হিরো সম্মাননা এ্যাওয়ার্ড' প্রদান

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া সাথে সাথে এ মহতী কাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এর পর অবশ্য অনেকে এগিয়ে এসেছে। এদেরকে সম্মানিত করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধান রাজনৈতিক বিরোধীদল Australian Labor Party এ উদ্দ্যোগ নিয়ে কমিউনিটিতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। গত ২৯ মার্চ ২০২১ সোমবার জনপ্রিয় ফেডারেল এমপি Hon Tony Burke MP এর পাঞ্চবল অফিস সংলগ্ন স্থানে এক অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত প্রতিটি গ্রুপকে Hon Tony Burke MP, Mr Jihad DIB MP ও Ms Sophie COTSIS MP স্বাক্ষরিত একটি মনোরম সনদপত্র প্রদান করেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে বিশেষত: চাকরিচ্যুত অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি শরণার্থী ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশি শিক্ষার্থীদের জরুরি সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর সক্রিয় সহায়তার স্বীকৃতি স্বরূপ ফেডারেল এমপি টনি বার্ক, নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টের এমপি জিহাদ দিব ও সোফি কটসিসের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় এমপি টনি বার্ক।

অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল, বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়াসহ একাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি সংগঠন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবিক সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় কোভিড-১৯ সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হয়।



Moon sighting

After Page 18

twelve hours; and the classical Mujtahids (learned scholars) are excused for not understanding this deduction from the Shari'ah rule, for at the time, they were not in a position to clearly realise the movements of the earth, sun and the new moon. And now that the deduction made from the rule is understood, there are no pretexts or excuses left for those who claim that the difference in the time of rising could exceed one day, let alone those who claim that it could be even a few days. Therefore, the month of fasting begins for the Islamic Ummah all over the world on the same day and the end of the month of fasting and the beginning of Eid also occurs on the same day for all the Islamic Ummah all over the world.

2- The second Shub'ha: The second Shub'ha of those who claim that the beginning of the fast and the break of fast vary, is deduced from the narration reported by Muslim on the authority of Kurayb who reported that Umm-ul-Fadhil Bintu-l-Harith sent him to Mu'awiya in Al-Sham; he

said: "I arrived in Al-Sham and did business for her (Umm-ul-Fadhil Bintu-l-Harith). It was there in Al-Sham that the month of Ramadan commenced. I saw the new moon of Ramadan on Friday. I then came back to Madina at the end of the month, Abdullah Ibnu Abbas (R) asked me about the new moon of Ramadan and said: "When did you see it?" I said: "We saw it on the night of Friday," He said: "Did you see it yourself?" I said: "Yes, and the people also saw it and observed the fast and Mu'awiya also observed the fast; whereupon he said: "But we saw it on Saturday night." Some would continue to observe fast till we complete thirty (fasts) or we see it (the new moon of Shawwal)." I said: "Is the sighting of the moon by Mu'awiya not valid for you?" He said: "No, this is how the Messenger of Allah Swt has commanded us."

Those who claim that the beginning of fasting and the break of fast may vary, use this Hadith as evidence; they argue that Ibnu Abbas ignored the sighting of the people of Al-Sham and said at the end of the Hadith: This is how the Messenger of Allah Swt has commanded us. This indicated

that Ibnu Abbas learnt from the Messenger of Allah Swt that the people of one region are not obliged to act upon the sighting of another region; they also argue that this Hadith serves as a specification and an explanation of the Hadith of the sighting. They therefore claimed that the people of each region are commanded to act upon the sighting of the new moon in their region only and not in other regions, thus the beginning of fast and the beginning of Eid vary from one region to another and according to the times of rising.

The answer to this claim lies in the fact that this report is not a Hadith of the Messenger of Allah Swt but the Ijtihad of a Sahabi, and the Ijtihad of the Sahabi is not comparable to the Hadith of the Prophet Swt. The fact that Ibnu Abbas (R) did not act upon the sighting of the people of Al-Sham reflects an Ijtihad and it cannot be used as a Shari'ah evidence; and besides, the Ijtihad is always nullified by the general Shari'ah evidence, thus the Hadith must be acted upon ahead of the Ijtihad which has to be abandoned. Furthermore, the Ijtihad of the Sahabi cannot specify the general term of the Hadith. As

for the saying of Ibnu Abbas at the end of the report: "This is how the Messenger of Allah Swt commanded us.", it is not a Hadith but merely the way Ibnu Abbas understood the Hadith of the Messenger of Allah Swt in which he said: "Fast when you see it and break fast when you see it." This indicates that Ibnu Abbas understood the Hadith as such; though he did not say: This is how the Messenger of Allah Swt reported it, nor did he say: This is how we learnt it from the Messenger of Allah Swt but he said: This is how the Messenger of Allah Swt commanded us.

Imam Al-Shawkani explained the Hadith as follows, he wrote in his book entitled Nayl-ul Awtar the following: "I realise that the evidence is derived from the report of Ibnu Abbas and not from his Ijtihad (exertion) which people understood as such, and what is referred in his saying: "This is how the Messenger of Allah Swt commanded us.", is his saying (i.e. Ibnu Abbas): So we are still fasting until we complete thirty days; and the command of the Messenger of Allah Swt lies in the Hadith extracted by the two Sheikhs (i.e. Bukhari

and Muslim) among others with the following wording: "Do not fast till you see the new moon and do not break fast till you see the new moon, and if the sky were cloudy, then complete it as thirty days." And this does not specifically apply for the people of one region to the exclusion of others but to all the Muslims." [Nayl ul- Awtar, volume 4, page 268]

Therefore, what Kurayb has reported does not qualify as a Hadith, but remains as it is, i.e. an opinion of Ibnu Abbas; it does not qualify as evidence and cannot be used as such; it also cannot be used to specify the general term of a Hadith, i.e. the general evidence. Therefore the Shub'ha is nullified and its use as evidence is incorrect. As these two Shub'has are no longer valid there remains no other Shub'ha, and only the evidence derived from the real meaning of the texts would stand, which implies that all the Muslims are commanded to fast when the new moon is sighted anywhere in the world as indicated by the clear-cut meaning of the Hadith of Allah's Messenger "Do fast when it is sighted."

To be continued on next issue

মৌদীর বাংলাদেশ সফর ও আলেম সমাজের প্রতিক্রিয়া

ফকির মুনশি, সিডনি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মৌদীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে তুলকালাম কাণ্ড। সরকারী দল তো বটেই এমনকি দালাল-বুদ্ধিজিবি ও হলুদ সাংবাদিক মহল মৌদীর আগমনে ভূঁগির ঢেকুর তুলছেন। কেউবা আবার প্রভুভক্ত কুকুরের মত অতিবেহায়াপনা সরূপ পত্রিকায় কলাম লেখা এবং ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়া শুরু করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই – মুনীরের সনজরে আসা। পক্ষান্তরে, অনেক কথিত ইসলামী দল ও বক্তা মৌদীর আগমনকে প্রতিহত করার জন্য নানান কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। যেমনঃ হেফাজত ইসলাম কাফনের কাপড় নিয়ে শাপলা চত্বরে অবস্থান ও আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। আর ঠিক তার কয়েকদিন পরেই নোয়াগাঁও গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এ হামলা যারাই করুক না কেন, সরকার ও ভারত এখন ইসলামী দলগুলোকেই এর জন্য দায়ী করছেন। কতিপয় দালাল-বুদ্ধিজিবি এখন হেফাজতের মামুনুল হককে গ্রেফতারের দাবী তুলছেন। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, দালাল-বুদ্ধিজিবি ও সাংবাদিকদের মতই হেফাজত ও আরও কয়েকটি দলের কিছু নেতা বাংলাদেশে ইসলাম রক্ষার নামে ইসলামের ক্ষতি করছেন। সজ্ঞানে কিংবা নিজের অজান্তে তারা আসলে ভারত ও আমেরিকার হয়েই খেলছেন। আর ফলশ্রুতিতে বহির্বিপ্লবের জন্য বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে প্রমান করা তথা আমাদের দেশে ভারতের আধিপত্য বিস্তার করা ক্রমশ সহজ হচ্ছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, ৪৭% বাংলাদেশি মনে করে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানো যুক্তিযুক্ত – যা এমনকি পাকিস্তানের চেয়েও বেশী (তথ্যসূত্রঃ পিউ রিসার্চ)। অনেকেই প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রন করে ভারতের কি লাভ? কেউবা বলেন, ভারত ছাড়া বাংলাদেশ মুখ খুবড়ে পড়বে, না খেয়ে মরবে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে ভারত, আমেরিকা ও চীনের জন্য বাংলাদেশ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। ভারতের জন্য বাংলাদেশের মাটিতে নিজেদের অবাধ নিয়ন্ত্রন শুধু সেভেন সিস্টার্স খ্যাত সাতটি প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ কিংবা ব্যবসায়িক বাজার টিকিয়ে রাখার জন্যই নয়, বরং তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে। বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তান যদি চীনের সাথে জোট বাঁধে, তবে জলে, স্থলে এবং অন্তরিক্ষে অচিরেই ভারতের দাদাগিরি আর বন্ধুত্বের আড়ালে লুণ্ঠন বানিজ্যের অবসান ঘটবে। তাইতো চীনকে ঠেকাতে এ ভূখণ্ডে নিজেদের পছন্দমত সরকার প্রতিষ্ঠা ও সেই সরকারকে নির্লজ্জ সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রাখতে ভারত আজ এতটা মরিয়া। বিষয়টিকে আরও বিস্তারিতভাবে বুঝতে হলে আমাদের আমেরিকান স্কলার স্যামুয়েল হান্টিংটনের থিয়রি “দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্স” বা সভ্যতা সমূহের দ্বন্দ্ব – যা বর্তমান বিশ্বকে নিয়ন্ত্রনের মূলসূত্র হিসেবে আমেরিকা ব্যবহার করছে – তা অনুধাবন করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে আমেরিকার কোন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। কিন্তু আত্মসী যুদ্ধবাজ ও অস্ত্র বিক্রোতা আমেরিকার অস্ত্র-ব্যবসাকে



চালিয়ে নিতে প্রয়োজন যুদ্ধ ও হানাহানী। তাই তারা পৃথিবীর ৮টি প্রধান জাতির মধ্য হতে দুটি জাতিকে টার্গেট করলঃ একটি মুসলিম আর অপরটি চাইনিজ। মুসলিম দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য আল কয়েদার মতো অনেক দল কিংবা সাদামের মত অনুগত প্রেসিডেন্ট তৈরী করে প্রয়োজন মতো তাদেরকে ব্যবহার করে শুরু হল ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নামের নাটক। পৃথিবীর দেশগুলিকে দুই দলে ভাগ করা হলঃ একদল “ফর আস” বা আমেরিকার পক্ষে আর একদল “এগেইনস্ট আস” বা আমেরিকার বিপক্ষের দেশ। আমেরিকার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক মুসলিম দেশ – এমনকি রাশিয়ার দালাল ভারতও তাদের দলে নাম লেখালো। এ প্রক্রিয়া কিন্তু এখনও চলমান। তাইতো আজও একের পর এক মুসলিম দেশ, যেমনঃ ওমান, কাতার ও নাইজার আজ ইজরাইলের সাথে দল বাঁধছে। আর যেসকল দেশ দোতানায় রইল, তাদের ভুখণ্ডে শুরু হল সন্ত্রাসের উত্থান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, হানাহানি, সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি। তথ্য-প্রযুক্তির আগ্রাসনের পাশাপাশি ওহাবী, সালাফী, লা-মাজহাবী এমনকি দেওয়ানবাগীর মতো ভন্ড পীরদেরকেও মাঠে নামিয়ে জনগনের মধ্যে বিভর্ক, বিভেদ ও মারামারীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়া হল। আর এই মারামারীকে কাজে লাগিয়ে মৌলবাদী দেশের তকমা দিয়ে শুরু হল ব্লাকমেইলিং। কৌশলে দেশের সরকার ও জনগনকে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে এনে সরকারকে সমর্থন দেবার নামে তাদেরকে নিজেদের কজাগত করা হল। যার জলজ্যন্ত প্রমান হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান কিংবা মিশর। অগ্রগতির নামে সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিবাহ বিচ্ছেদ, নবীন ও প্রবীণের সংঘাত, ইসলামের সাথে দেশীয় সংস্কৃতির বিভেদকে তুলে ধরা, একই ধর্মের অনুসারীদের এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া, যেমনঃ মুসলমানদের মধ্যেই মিলাদ ও হাত বাঁধার মত তুচ্ছ বিষয়ে দ্বন্দ্ব তৈরী করা এবং একে অপরকে বেঈমান, মুনাফিক বলে দাবী, গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করে

সন্ত্রাসে মদদ দেয়া – এসবই কিন্তু তাদের কৌশলেরই অংশ। এরই ধারাবাহিকতা হচ্ছে মৌদীর আগমনের মত বিষয় নিয়ে অহেতুক হুঙ্কার – যাকে কৌশল হিসেবে কাজে লাগিয়ে হিন্দু-পল্লিতে হামলা। আর তার প্রমান হচ্ছে সুনামগঞ্জের শাল্লার নোয়াগাঁও গ্রামে হামলার ঘটনা – যার নেপথ্যে রয়েছে সরকার নিজেই। ভারতের চোখে নিজেদেরকে হিন্দুদের রক্ষাকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থাপন করতেই হেফাজতের হুঙ্কারের আড়ালে এ হামলা – যার নেপথ্য কারিগর যুবলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম স্বাধীন। তাই আপামর মুসলিম জনতা এবং বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা তথা আলেমদের কাছে উদাত্ত আহ্বান, আমরা যেন ইসলাম রক্ষার নামে ইসলামের ক্ষতি না করি। আমরা কিন্তু নিজের অজান্তেই হুমকী-ধামকির নামে ভারত ও আমেরিকার এজেভা বাস্তবায়নে সহায়তা করে চলেছি। আরেকটি জরুরী বিষয় হচ্ছে, আপনি কাফনের কাপড় পরুন আর অনশন করুন – তাতে মৌদীর অন্তত কিছুই এসে যায় না। ভারতের মদদেই বিডিয়ার বিদ্রোহের নামে এদেশে সেনা অফিসার নিধন হয়েছে, শাপলা চত্বরে গুলিবর্ষণ করে হাজারো আলেমকে খুন করা হয়েছে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের খুন ও গুম করা হয়েছে। আরও বড় কথা, মৌদীর মদদপুষ্ট সরকারের সময়েই বাংলাদেশের মানুষ ভোটের অধিকার হারিয়েছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নাচের অনুষ্ঠান শুরু হতে দেখেছে, মাদ্রাসায় হিন্দু সুপার দেখেছে, হক কথা বলার কারণে বক্তার মাইক কেড়ে নেয়া বা তাকে মারধর করতেও দেখেছে, এমনকি অখণ্ড ভারতের হুঙ্কারও শুনেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অনন্য নজির বাংলাদেশে মৌদি-হাসিনার জোটের সময়ের মতো এত বেশী সাম্প্রদায়িকতা কখনই দৃশ্যমান হয়নি। সুধীসমাজ নিশ্চয়ই জানেন, কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি ও হাটহাজারীর জমির প্রলোভনে হেফাজতের অনেক নেতাই গত দুই বছরে সরকারের

দালালীতে লিপ্ত ছিলেন। কেউবা আবার ওয়াজ মাহফিলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কত ধার্মিক,কওমি জননী ও তাহাজ্জুত গুজার – তা আলোচনা করে নিজেদের সরকারী দলের একনিষ্ঠ কর্মী প্রমাণেরও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতেও অনেকেরই শেষ রক্ষা হয়নি। যেমনঃ সরকার প্রধানের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হওয়া সত্ত্বেও জাকের পাটির মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদীকে কারাগারে যেতে হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিহত করতে প্রথমে বাম (ইনু-মেনন গং), তারপর ইসলামী ঐক্যজোট, আর এরপর ইসলামী ঐক্যজোটকে কোণঠাসা করতে হেফাজত ! আর এখন হেফাজতকে ভেঙ্গে দুই টুকরো করে নিজেদের পকেটে পাচার ! তবুও কি আমাদের শিক্ষা হবে না? কেন আমরা বারবার ভুলে যাই যে আমেরিকা বা ভারতের পুতুল হয়ে খেললে কিন্তু পরিণতি লাভের মতই হয়? বাংলাদেশের আলেম সমাজের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপট মূলত একটি ক্রান্তিকাল। ইস্কনের মত সন্ত্রাসী দলের অবাধ ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সারা বাংলাদেশ আজ সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের মহোৎসব চলছে। ভারতের মাদ্রাসাগুলিতে যেমন সংস্কৃতি শেখানর নামে বেদ, পুরান ও গীতা অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, আমাদের দেশেও তেমনি মাদ্রাসার সিলেবাস সংশোধনের তোড়জোড় চলছে। সূতরাং আলেম সমাজের জন্য আজ বিক্ষিপ্ত চিন্তাকরের বদলে বরং প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ। সময়ের প্রয়োজনে এখন সময় এসেছে নিজেদেরকে প্রশ্ন করার, আপনারা কি ইসলামের সেবা করার নামে ভারত, আমেরিকা তথা ক্ষমতাদারী দালালী করবেন, নাকি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে কথা ও কাজে বাস্তবায়ন করবেন? অন্য ধর্মের শাসক মুসলিম প্রধান দেশে আসতে পারবে না – এমনটি কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও আছে কি? আপনারাই তো সেই আলেম সমাজ যারা নিজেদের ভাইয়ের রক্তের সাথের বেঈমানি করে সনদের লোভে প্রধানমন্ত্রীকে কওমি জননী উপাধী দিয়েছিলেন। ইতিহাস বলে, আকবর বাদশাহের দরবারের কিছু অর্থলোভী আলেম ‘তাজিমি সিজনাদ’ জায়েজ ফতোয়া দিয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশ জানে, অনেক বিকৃত আলেম আজও দেওয়ানবাগীর মতো কুফরি দরবারের খিদমতগার। কেউবা আবার পবিত্র কবাকে ভাস্কর্য দাবী করে দেশের আনাচে কানাচে মূর্তি স্থাপনের পক্ষে সাফাই গাইছেন। সৌদি আরবের তেলের পয়সার লোভে কেউবা আবার ঈমান বিকিয়ে দিয়ে পুরনো ঈমামদের দোষত্রুটি অশেষণকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছেন। তাই আসুন, দেশের স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে নিজেদের অপ্রয়োজনীয় চিংকার ও বাগাড়ম্বর থেকে দূরে থাকি। আসুন আমাদের প্রচেষ্টা হোক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে একটি সত্যিকারের জুলুম ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ে তোলা। মৌদীর সফর নিয়ে ফাঁকা বুলি আউড়ে ইসলামকে কেবল বিতর্কিত করা যায়, কার্যকরী কোন ফল লাভ করা যায় না। সূতরাং অবোধ শিশুর মতো অর্থহীন চিংকার নয়, বরং আসুন মৌদীসহ সমগ্র পৃথিবীর কাছে মুসলিম

নির্ঘাতনের চিত্র তুলে ধরি। সমগ্র ভারত জুড়ে নির্বিচারে মুসলিম হত্যা, গরুর মাংস বহনের অপরাধে মানুষ হত্যা, ভারতে পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত পরিবর্তনের মতো জঘন্য কাজের চিন্তা বাহক বা ধারকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কারকরী পদক্ষেপ নেয়া, কিংবা বিবাহ করার দায়ে পিটিয়ে কিংবা পুড়িয়ে যুবক হত্যার মত ঘটনায় বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আর একই সাথে আসুন আমাদের মাদ্রাসাগুলি হতে শিশু নির্ঘাতনের মত বিষয়গুলিকে কঠোর হাতে নির্মূল করে নিজেদেরকে কলঙ্কের কালিমামুক্ত করি। সুপ্রিয় মওলানা, আপনি কি জানেন না যে বাংলাদেশে এখনও পর্দা করা, দাড়ি রাখা কিংবা সুন্নতী লেবাস পরা নিরাপদ নয়? সারা দেশে আজ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে নাগরিক অধিকার হরণ চলছে। খবরে প্রকাশ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মান্তরিত অধ্যাপক রিতা কুণ্ডু কেবল হিজাব পরার কারণে তাঁর কর্মজীবনে পদে পদে বাধার মুখে পড়ছেন। তিনি তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, “এক বোরকার জন্য কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত, কত খোঁচা গুনতে হয়েছে, কত অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়েছে, কত হক কেড়ে নেয়া হয়েছে, কতটা আলাদা জীবন যাপন করতে হয়েছে তা আমি জানি। তবে ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আমাকে এসব সহ্য করতে হবে তা আমার ধারণার বাহিরে ছিল। অথচ এ দেশেই আমাদের পর্দাসহ সুন্নাহ পালন সহজ হওয়ার কথা ছিল!” তিনি আরও লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটামুটি অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মত প্রকাশ ও পালনে স্বাধীন, যা বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নেই। সেই কর্মস্থলেই তিনি এত রকম বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন, এত প্রতিবন্ধকতা এসেছে শুধু মাত্র হিজাব ও বোরকা পড়ার কারণে যে অন্য যে কোন মুসলিমের পক্ষেও তা সহ্য করে টিকে থাকা কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে “জঙ্গী রানী, ইরানি এবং আফগানী” বলে ভৎসনা করা হয়। এসকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাচের অনুষ্ঠানের বিষয়ে আপনারা কি প্রতিবাদ করেছেন? নাটক সিনেমার নামে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কি ব্যাবস্থা নিয়েছেন? আপনি আলেম আর আপনার দেশের নতুন প্রজন্ম প্রগতির নামে বৃতপুজারী, পাথরপুজারী কিংবা মাদকাসক্ত – তাহলে আপনার সার্থকতা কোথায়? সরকারের মদদে হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙ্গার কতটুকু প্রতিবাদ আপনারা করেছেন? আসুন, নিজেদেরকে নিরপেক্ষভাবে আরও একবার মূল্যায়ন করি। পরিশেষে বলতে চাই, সনদের লোভে নিজের ভাইয়ের রক্তের দাগ না শুকাতেই যারা ভাইয়ের রক্তের সাথে বেঈমানি করে, তাদের সাথে গুজরাট দাঙ্গার নায়ক রক্তপিপাসু মৌদীর কোন পার্থক্য নেই। তাই মৌদীর সফর নিয়ে আপত্তি তোলার কোন অধিকার অন্তত এসকল আলেমদের নেই। আর সবচেয়ে বড়কথা হচ্ছে, নিজেদের ঘর না সামলে যারা মৌদীর জন্য কাফনের কাপড় পরতে চান, তারা আর যাই হউন ইসলামের সেবক বলে দাবী করার যোগ্যতা রাখেন না।

2021 International Women's Day MWWA Breakfast

Suprovat Sydney Report:

On Saturday, the 13th of March 2021, the Muslim Women's Welfare of Australia hosted its first event for this year on the occasion of 'International Women's Day'.

The gathering began with a blessed recitation of the holy Qur'an presented by former student of Salamah College, Fatima Beirouti. MWWA president, Hajjah Faten El Dana OAM then addressed the attendees and emphasised how great it is that we can finally physically reconnect with all the amazing ladies who have been eagerly awaiting another informative and exciting MWWA event after a yearlong break due to the COVID-19 restrictions. Hajjah Faten also took the opportunity to congratulate the attendees on the advent of the great occasion of Al Israa' and Al Mi'raaj and gave a brief account of the miraculous journey that Prophet Muhammad sallallahu ^alayhi wa sallam took from Makkah to Jerusalem, then to the seven heavens and above.

The theme of this year's IWD was 'Women in Leadership'; Challenges Overcome by Businesswomen during the Pandemic. Despite all the uncertainty surrounding COVID-19, many local businesses owned by women have shown their



resilience by not only managing the hurdles along the way, but even growing their brand during the pandemic. These women have emerged as trendsetters and leaders in their own field. In keeping with the theme

of the event, Holistic Health Coach Samah Medlej and doTerra Leader Chayma Jebara, were invited to share their experiences in the recent pandemic. They emphasised how social media has acted as a platform for them to

grow their brand and connect with clients, at a time when many women were seeking to transform their home, lifestyle and mindset.

Another speaker who shared the story of the humble beginnings of her business

during the pandemic, was Lea Kassar the founder of Zamrud Apparel. Zamrud Apparel provides quality one piece prayer clothes for women at affordable prices in a variety of colours and styles. During her talk, Lea demonstrated a lot of excitement and passion for her high-quality one-piece prayer garments, which the women in attendance found to be so awe-inspiring. What was even more inspiring was that she built the courage and inspiration to launch her business after attending the MWWA Life Skills Workshops that were held in 2019 and the beginning of 2020. The tools, experiences, and connections she gained through the workshops opened the door of opportunity for her to launch her own business and make it flourish in Australia and overseas even during the COVID 19 pandemic.

It is definitely inspiring to see local women paving the way forward with their businesses despite all the uncertainty in recent times. The event was then concluded with the presentation of small tokens of appreciation to the guest speakers and volunteers.

A special thank you to the women who continue to be positive leaders in their own household, family, workplace and community. You all play a vital role and truly represent the importance of 'Women in Leadership'.



সিডনিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু



১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইস্টহিল এলাকার এমপি উইন্ডসে লিভসে, ক্যান্টারবুরী ব্যাংকসটাউন সিটি কাউন্সিল মেয়রের প্রতিনিধি কাউন্সিলর জর্জ জাকিয়া, কাউন্সিলার মার্ক ফিলিপ।

প্রকৌশলী হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত করেন কেএম মনজুরুল হক আলমগীর। বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া জাতীয় সংগীত এবং বিএনপির দলীয় সংগীতের সাথে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদের পতাকা উত্তোলন করেন উইন্ডসে লিভসে, জর্জ জাকিয়া, মার্ক ফিলিপ, অস্ট্রেলিয়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মো. আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এশিয়া প্যাসিফিক অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ক সোহেল ইকবাল (প্রকৌশলী)। এরপর অতিথিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৎসর ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হয়। এসময় সাতজন বীরশ্রেষ্ঠদের বিশেষভাবে স্মরণ করে গাজী হাবীব তার দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। কবিতা আবৃত্তি করেন নাহার নেহার। সভায় স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের উপর প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয় ও সবশেষে বিএনপি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৌশলী বাদলুর রহমান অস্ট্রেলিয়ার বিএনপির সকলকে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়ার সদস্যবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশী সাবেক কাউন্সিলর তানভীন আহমেদ, অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা ড: হুমায়ের চৌধুরী রানা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপ্ন, কুদরত উল্লাহ লিটন, জাকির আলম লেনিন, আশরাফুল আলম রনি, মো: ফরিদ মিয়া, ফয়জুর রহমান, আব্দুস সামাদ শিবলু, তাফাতুন নিতুসহ অন্যান্য নেতাকর্মী।

তারেক রহমান : মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদে বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম স্বাধীনতার জন্য। আর এবার আওয়ামী লীগের দু: শাসন,



মাফিয়া বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। মুক্ত করতে হবে অপরূদ্ধ গণতন্ত্রকে, অপরূদ্ধ দেশকে। মুক্তি করতে হবে দেশনেত্রীকে। এবারের যুদ্ধ স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ, মাফিয়া মুক্ত রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

২৬ মার্চ শুক্রবার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটি আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গণেশ্বর চন্দ্র রায়, ইকবাল মাহমুদ টুকুসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যে লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।



সেই উদ্দেশ্যে আমাদের পূরণ হয়নি। বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ। অথচ আজ আমরা স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। এসময় গণতন্ত্র এখন আওয়ামী লীগের হাতে বন্দি। মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, মানবাধিকার নেই।

সুইডেন বিএনপি: গত ২৫শে মার্চ, রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ১৫:৩০



(ইউরোপ সময়), ১৪:৩০ (ইউকে সময়), ২০:৩০(বাংলাদেশ সময়) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সুইডেন শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎযাপন উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল (ZOOM) সভার আয়োজন করা হয়, উক্ত সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মির্জা আব্বাস, সদস্য স্থায়ী কমিটি, বিএনপি। বাবু গণেশ্বর চন্দ্র রায়, সদস্য স্থায়ী

কমিটি, বিএনপি নজরুল ইসলাম খান, সদস্য স্থায়ী কমিটি, বিএনপি। আব্দুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্য সচিব স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী জাতীয় উৎযাপন কমিটি। মাহিদুর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি। আনোয়ার হোসেন খোকন, সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি। আব্দুল মালেক, সদস্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপিও সুইডেন বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা মহিউদ্দিন আহমেদ জিন্দু।

জাপান: এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাপানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও জাপানের পার্লামেন্টের সংসদ সদস্য। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজ থেকে ৫০ বছর আগে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিডনিতে বিএনপির দোয়া ও প্রতিবাদ সভা



১ম পূর্বের পর

মরহুম ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মেদের জন্য বিশেষ দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ, সাবেক আহবায়ক মো.দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন, আব্দুল ওহাব বকুল, কুদরত উল্লাহ লিটন, তোহিদুল ইসলাম, তারেক উল ইসলাম তারেক, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, এ এন এম মাসুম, আব্দুল মতিন উজ্জ্বল, একে এম মাহবুব তালুকদার রিপন, আব্দুস সামাদ শিবলু।

আবুল হাসানের সাবলিলাভে পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিএনপির চেয়ারপারসন দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক মহাসচিব মরহুম খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং সাবেক উপরাষ্ট্রপতি মরহুম ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মেদ সহ বিএনপির অসুস্থ নেতৃবৃন্দের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

ভারতের কসাই মোদির আগমনের প্রতিবাদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। তাছাড়া সিডনিতে এ পর্যন্ত যত মুসলমান মারা গিয়েছে বিশেষ করে হুমায়ূন কবির, গাজী শাখাওয়াত আরিফ, এ কে এম জামান, শামসুজ্জামান বিজু ভাইর জন্য বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। এছাড়া সভায় আরেকটি প্রস্তাব পেশ করা হয়, এ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীদের যতো নেতা কর্মী অস্ট্রেলিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে প্রতিবার দোয়া করার সময় যাতে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কামরুল ইসলাম শামীম (ইন্ডিজনিয়ার), অনুপ আন্তনী গোমেজ, এস এম খালেদ, এস এম



রানা সুমন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, পবিত্র বড়ুয়া, আব্দুল করিম, গোলাম রাকী, গোলাম রাক্বানী, মোহাম্মদ জসিম, মোহাম্মদ কবির হোসাইন, এম ডি কামরুজ্জামান, জসিম উদ্দিন, কুদ্দুসুর রহমান, নাসির উদ্দিন বাবুল প্রমুখ। বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। আজ একজন মুক্তিযোদ্ধা মহান স্বাধীনতার ঘোষক সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবৈধভাবে বন্দী অবস্থায় আছেন এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা অবিলম্বে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই। আমরা এর নিচে কিছু চাই না। মুক্তি দিতে হবে, নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের যেসব নেতা-কর্মী বন্দী আছেন তাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের নেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, আমাদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৩৫লাখ মামলা আছে

তা প্রত্যাহার করতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে হবে। তাছাড়া মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে পুলিশের পেটোয়া বাহিনী যেভাবে আক্রমণ করেছে - নিরীহ নিরস্ত্র জনগনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নেতৃবৃন্দ তার তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন।



২২ পূর্বের পর

এখন আমরা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য! যে লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই আশা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ। দেশে চলছে গণতন্ত্রের সঙ্কট। এটা শুধু বিএনপির না, সমগ্র জাতির সঙ্কট। গণতন্ত্র এখন আওয়ামী লীগের হাতে বন্দি।

এশিয়া-প্যাসিফিকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গঠিত সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক ড. শাকিরুল ইসলাম খান

শাকিলের সভাপতিত্বে এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিএনপির সমন্বয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মালয়েশিয়া বিএনপির সভাপতি প্রকৌশলী বাদলুর রহমানের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক এম এ কাইয়ুম, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ইউরোপীয় অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, মধ্যপ্রাচ্য স্বাধীনতার

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক।

এদিকে বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর শাকিরুল ইসলাম খানের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় দেশের জনগনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাপানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও জাপানের পার্লামেন্টের সংসদ সদস্য জাপান বিএনপির



প্রধান উপদেষ্টা শহিদুল ইসলাম নানু বলেন, স্বাধীনতার ৫০বছর উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান না দিয়ে সম্মান দিচ্ছে এক বিশ্ব কুলাঙ্গার মোদিকে।

ফ্রান্স মহিলা দল: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফ্রান্স মহিলা দলের উদ্যোগে ২৬ মার্চ শুক্রবার ভারুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন মহিলাদের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও ফ্রান্স মহিলা দলের সভানেত্রী মমতাজ আলো।

সৌদি আরব বিএনপি: মহান স্বাধীনতা

দিবস উপলক্ষে সৌদি আরব বিএনপির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপকমিটির ভারুয়াল আলোচনা সভা ২৬ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী কমিটির সদস্য, মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদি আরব বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব।

এছাড়াও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই বিএনপি মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে এটাই প্রমাণ করে দিলো, বিএনপি শতভাগ স্বাধীনতার স্বপ্নের একমাত্র সোচ্চার শক্তি।



বসন্ত

মুগ্ধি দরুদ

বসন্তে পলাশ ফুটে তাই
দেখে সকলেই হয় খুশি,
বসন্তে রঙ মাখলে মনে
আনন্দ জাগে খুব বেশি।

বসন্তে উড়ে শান্তি কেতন
ফাগুন মনে লাগে দোলা,
পলাশের সৌরভে-গৌরবে
মন মাতলে যায় না ভোলা।

পাহাড় কেনার স্বপ্ন

সম্পা পাল

পাহাড় কেনার সামর্থ্য কোনোদিনই ছিল না
তবু বছবার ভেবেছি যদি মিছিলে হেঁটে যাওয়া যেত কিংবা
মিছিলের নায়ককে বলা যেত চলো হেঁটে যাই
আগামী জীবন পর্যন্ত

কিন্তু পাহাড় কেনা আমার হয়নি
তার আগেই টিউশনের জমানো টাকা শেষ হয়ে গেছে
উপরন্ত জীবন বীমা কোম্পানি বছর শেষ হতেই
কেটে নেয় গোছানো টাকা থেকে একটি অংশ
তাই জীবন গোছাতে একটু দেরি হয়ে গেল

তবু বাইপাসের ধার দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে স্বপ্ন দেখি
একটা পাহাড় আমাকে কিনতেই হবে
জীবন শেষ বলার আগে....



খাঁটি

মহম্মদ ওয়ারেস

আমরা আর ভোগ করবো না-
কলকারখানার হাঁ- মুখে ক্ষোভ,
বরং মরার আগেই মরবো সেও ভালো।

রসায়নের চোখ- রাঙানো এই মাটিতে
বেঁচে থাকবো না, বরং মরবোই মরবো
জলের অপর নাম জীবন এখন নয়
জল মানেই গরল,
বাঁচতে চেয়ে জীবনে জল পান করবো না।
আমরা কখনোই একালে
ফল ও ফসল আহার করবো না,
ও সব মানেই বিষ।

বরং এখন আমরা
প্রচণ্ড ক্ষুধাতে গিলবো আকাশ,
চরম পিপাসায় পান করবো সূর্য;
কেননা, আকাশ ও সূর্য আদি ও আস্তে
খাঁটি... খাঁটি..... খাঁটি...।



অনির্বাণ ইতিহাস

রফিকুল ইসলাম

অনাকাঙ্ক্ষিত ভোর বিকট শব্দ ভয়াত চিংকার
বারুদের বিষাক্ত গন্ধে বাতাসের শরীর জ্বলে বিভৎস তাণ্ডব চলে
একটি বটবৃক্ষ সমূলে ঢলে পড়ে তুষার জলে।

রক্তে রঞ্জিত মানচিত্রের স্বপ্নদ্রষ্টা পুরোধা
সূর্য মধ্যাকাশে পথ হারায়,

মগজে বোধের কণিকা দহনে নিষ্ঠুর মরণেও করে 'মৃত্যুঞ্জয়'।

নক্ষত্রপুঞ্জ নির্লিপ্ত রাতের আঁধারে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়

অস্তিত্ব শূণ্যেরা খুবলে খায়

ঘোমটা ঢাকে জাতি লজ্জায়।

স্বপ্নের অণুবীজে অন্ধুরোদগম ঘটে স্বাধীন ভূমি কর্ষণে স্বপ্নরা মুখোমুখি দাঁড়ায়
অমরতা খুঁজে পাই কোটি বর্ষের সূর্য সন্তায়।

দুর্দমনীয় প্রেরণা সঞ্চরণে নতুন সূর্য জাগে মহাগৌরবে
বুলেটে বাঁঝরা বৃকে আমৃত্যু করে জয় সমহিমায় হিমালয়ের মতো সমাসীন রবে।

হে কালজয়ী ইতিহাস স্বপ্নস্টা বঙ্গবীর

হৃদয় ক্ষরণে বয়ে চলে রক্তনদী অসীম অধির।

বিধ্বস্ত জাতির অস্তিত্ব সংকটে তুমি এসেছিলে বিজয়ের রথে,

এসেছিলে, কিংবদন্তির দিগন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাল-সবুজের নতুন সূর্যোদয়ের পথে।

মায়ের আতংকিত দৃষ্টির সীমানা দিয়ে

এসেছিলে ভূমিষ্ঠ শিশুর কাঁদার সুরে

ভালোবেসে মা-মাটি মানুষের কাছে

ভয় করে জয় নির্জন কারাগারে।

কে শুধিবে এ রক্তের ঋণ? সম্মোহনীত বাংলার হৃদয়ে চির অমলিন

যার আঙুলের ইশারায় মহাবিপ্লব ঘটে স্বাধীনতা পায় বাংলার জমিন।

বরফ কঠিন শুভ্র-শিখরে চমকায় সূর্যের কিরণ

দৃষ্টি নিবন্ধ দেশ থেকে মহাদেশে

উষ্ণতায় বয়ে যায় তেরোশত নদী অনাদিকালের নিব্বরিণীর বেশে।

তোমার মত

আবদুল বাতেন

আদর নিও,
কেউ ল্যাখেনি আর কোনদিন, তোমার মত অন্তরাত্মা ছিঁড়ে
কাল্মকে কালি ও কলম বানিয়ে শারদীয় মেঘের মাচায়
প্রজাপতি পুষ্প রংধনু সাগর তরঙ্গ কিংবা সূর্যাস্তের মত
অপরূপ করে কেউ ডাকেনি-

এসো,
শ্রাবণে ফাগুনে আগুনে, যখন খুশি।

ভালো থেকে

নিজের যত্ন নিও

বিদায় বেলায় ডুকরে কেঁদে ওঠেনি, তোমার মত কেউ কখনো আর।

প্রিয়তা,

উজাড় করে দিয়েই গ্যালো অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য অবিনাশী

বিনিময়ে শূন্যতাকেই বানালে বাঁচার একমাত্র অঙ্গীকার?



প্রথম খোকার পাঠ

গোলাম আযম

আলিফ বা তা সা জীম হোক যে
প্রথম খোকার পাঠ,
হয় যেন তার নিত্য সঙ্গী
মাদ্রাসারই মাঠ।

স্যারে' দেয়া পড়াগুলো
হয় যেন তার বোল,
বর্ণমালার হরফগুলো
শিখে মায়ের কোল।



বিদগ্ধ প্রেমিক

আহমদ রাজু

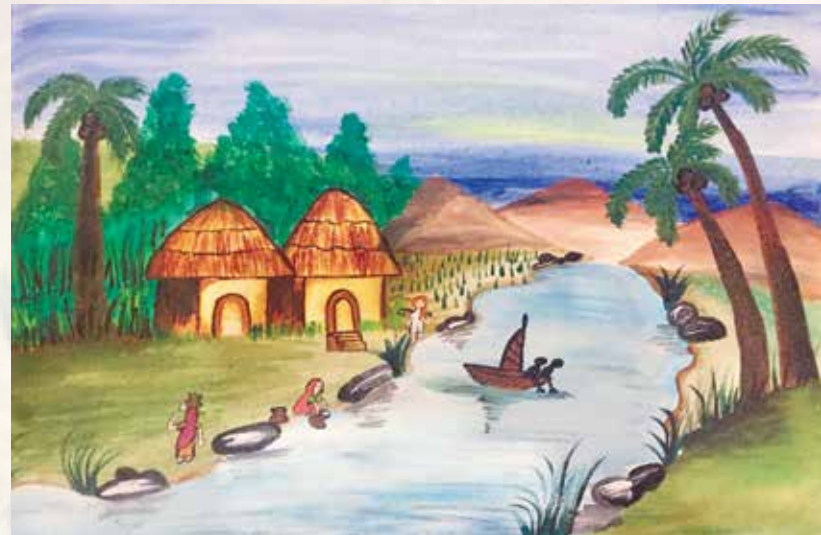
ভীরুতা-
আর কিছু না হোক
অন্তত একটিবার দেখে যেতে পারতে
কেমন আছে তোমার বিদগ্ধ প্রেমিক!

কেমন করে ভুলে গেলে সব?
কেমন করে হারিয়ে গেলো প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করে
বিছানায় এলিয়ে দেওয়া কৃষ্ণচূড়া শরীর
কেমন করে ফুরিয়ে গেল- সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে
বিস্তৃত দিগন্তে চোখ রাখার শালুক ভোর?

তিনশো পয়ষট্টি দিনের ব্যবধানে সবকিছু উলট পালট
মাছের সংসারে। মনে আছে ভীরুতা-
একদিন আমার লেখা প্রিয় কবিতা তোমার কণ্ঠে
সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে যেতো
তুমি ভালবাসতে আমার সৃষ্টিকে-আমার সত্ত্বাকে।

পুরোনো জঞ্জালকে দূরে ঠেলে
নতুনের হাতে হাত রেখে সুখে আছো সূর্যমুখীর সাথে।
সূর্যের তাপে তুমি দগ্ধ হও প্রতিনিয়ত; আমি বুঝতে পারি।
বলতে পারো- এ বেঁচে থাকার অর্থ কী?

ভীরুতা, পথ চলতে চলতে যদি কোনদিন
পথ হারিয়ে যাও কিংবা তৃষ্ণার্ত পথিকের ন্যায়
জলের আশা করো ধূ ধূ প্রান্তরে; আমাকে পাবে তুমি
চাঁদের জ্যোৎস্নায় অথবা স্বচ্ছ সরবরে।



এই পৃথিবীর বন্ধু হও

বদরুদ্দোজা শেখু

মহাকাশে চলে তারায় তারায় কৃষ্ণগহ্বর আর্তনাদ,
অমনি করে আমাদের দিবাকরও একদিন হবে বরবাদ-
ইয়াদ করো সেই দিনটা যখন সৌরজগৎ পড়বে ধ্বংসে
বিজ্ঞানীরা এখনো পাননি তার দিনক্ষণ অঙ্ক কষে।

এই পৃথিবী গ্রহটায় বসে করছি আমরা গৃহবিবাদ
মারণাস্ত্রের করছি লড়াই, গড়ছি পরম ধ্বংসবাদ,
বন্ধ করো এই গোঁয়াতুমি, এই পৃথিবীর বন্ধু হও
মানবিক আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই ঋদ্ধ রও!

হও সর্ব্বাই পৃথিবী-প্রেমী, হও সর্ব্বাই অহিংস
মানুষ যদি না হয় সে প্রেমী, বাঁচবে কি এই প্রাণের বিশ্ব??



জন্মভূমি

এম এস ফরিদ

দেশটা আমার জন্মভূমি
জন্মেছি এই দেশে,
উঠছি বেড়ে মায়ের কোলে
সবুজ পরিবেশে।

মমতা আর মায়ায় ঘেরা
আমার জন্মভূমি,
তাইতো আমি চিরঞ্চনী
তোমার চরণ চুমি।

নদী নালা উর্মিমাল
সাত সকালের পাখি,
দেশটা আমায় কাছে টানে
পরান ভরে ডাকি।

জন্মভূমি আমার ধারে
মায়ের মুখের হাসি,
আমার সোনার বাংলা মাগো
তোমায় ভালোবাসি।



গতি

বঙ্কিমকুমার বর্মণ

একটি দেহাপরাধ আমাকে জড়ায়
দেখে অক্ষত নীল বসনের অঙ্গ।
কে আছে জড়িয়ে সিন্ধু,
হে মহাকাল!
শুনি উড়ানের অক্ষম পিচুটি
ডানার প্রাণবায়ু ভীষণ কবলে
দেখো জনে জনে গেছে ফিরে
হিম অনঙ্গকালে।
কেউ জানে নাকো
কবে কোন কালে তাদের খসেছে গতি!

সোনার বাংলাদেশ

বিচিত্র কুমার

স্বর্ণে গড়া এদেশ মাগো
সোনার শস্য ধান,
নানা ফুলের মুগ্ধ সুবাসে
পাখি যে গায় গান।

দিনের বেলা সূর্য হাসে
রাতের বেলা চাঁদ,
নানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে
কন্ত রকম স্বাদ।

খালে-বিলে অতিথি পাখি
নদীর জলে মাছ,
বাঙলির প্রিয় খাবার
মাছ আর ভাত।

পাহাড় নদী সমুদ্রকূলে
জুড়ায় দু'টি নয়ন,
স্বর্গের মতো এই স্বদেশ
মায়ের মতো আপন।



হে স্বাধীনতা

বেলাল মাসুদ হায়দার

আমরা সেই বাঙালি জাতি; যাদের গোলা ভরা ধান ছিলো,
ফুলে ফলে শুশোভিত তরু রাজি শোভা পেতো
পৌষ পার্বনে পিঠা পুলি- ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হতো;
মাগো মা বলে ডাক, মাঝির ভাটিয়ালি গান, রাখালের সুললিত বাঁশির তান।
আজ সব হারিয়ে গেছে।

এক মুঠো অন্নের জন্য- কৃষক আজ উদয় অস্ত খেতে মরছে,
দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য শ্রমিকের ঘাম অবিশ্রান্ত বরছে।
তবুও কি তাদের পেট ভরছে?

অবৈধ অর্থ অর্জনকারী, কালো বাজারী আর মজুদদারী,
বিভবান পেশি শক্তির মুঠোয় স্বাধীনতা তুমি আজ কারারুদ্ধ!
তোমার সুফল সব তাদেরই করায়ত্ব।
সমাজে আজ অনাচার-অবিচার, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়।
ঘরে ঘরে আজ হানাহানি আর মারামারি, ক্ষমতা অর্জনের কাড়াকাড়ি।

স্বাধীনতা আজ, কৃষকের হেঁড়া গেঞ্জির ফাঁকে উঁকি মারা
শীর্ণ পাঁজরের খাঁচায়- গরীবের মাটির শানকির পান্তা ভাতের ফেনায়।
রাজনীতির ক্রীড়ানক, সন্তান হারা মায়ের আর্তনাতে,
ভাই হারা বোনের হা-হুতাশে, স্বামী হারা স্ত্রীর বুক ফাটা কান্নায়।
সোমর্থ পুত্র হারিয়ে পিতার, দিশেহারা দীর্ঘশ্বাসে।

বাংলার মাটিতে চারিদিক আলো করে সূর্য উঠবে,
পাখীদের কল্ কাকলীতে আড়মোড়া ভেঙে বাঙালি জাগবে।
সবই আগের মতো চলবে, শুধুই চারিদিকে স্বাধীনতা
তোমার অভাব থাকবেই।

বুকের রক্ত ঝরানো শহীদ ভাইয়েরা প্রাণ উৎসর্গকৃত স্বাধীনতা
যুদ্ধের বীর সৈনিকরা, মন খারাপ করো না, কষ্ট পেয়ো না তোমরা।
চেয়ে রয়েছি নতুন প্রজন্মের দিকে; কবে তাঁরা জাগবে।
স্বাধীনতার পতাকা সঠিকভাবে বাংলার আকাশে আবার উড়বে।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সেহরির দুয়া

নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম
মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি
ফারদালাকা, ইয়া আদ্বাহ
ফাতাকাবাল মিল্লি ইম্নিকা
আনতাস সামিউল আলিম

ইফতারির দুয়া

আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু,
ওয়া আলা রিয়ক্বিকা
আফত্বারতু



পবিত্র রমজানের ক্যালেন্ডার-২০২১ 2021-Ramadan Timetable-1442

DAY	DATE (CE)	DATE (AH)	FAJR (Imsāk)	SUNRISE	ZUHR	ASR SHAFI'I	ASR HANFI	MAGHRIB & IFTAR	ISHĀ
WED	14	1c	4:53	6:16	12:01	3:07	3:54	5:35	6:56
THU	15	2	4:54	6:17	12:00	3:06	3:53	5:34	6:55
FRI	16	3	4:55	6:18	12:00	3:05	3:52	5:33	6:54
SAT	17	4	4:55	6:19	12:00	3:04	3:51	5:32	6:53
SUN	18	5	4:56	6:19	12:00	3:03	3:50	5:30	6:52
MON	19	6	4:57	6:20	11:59	3:02	3:49	5:29	6:51
TUE	20	7	4:57	6:21	11:59	3:01	3:47	5:28	6:50
WED	21	8	4:58	6:22	11:59	3:01	3:46	5:27	6:48
THU	22	9	4:59	6:22	11:59	3:00	3:45	5:26	6:47
FRI	23	10	4:59	6:23	11:59	2:59	3:44	5:25	6:46
SAT	24	11	5:00	6:24	11:58	2:58	3:43	5:23	6:45
SUN	25	12	5:01	6:25	11:58	2:57	3:42	5:22	6:44
MON	26	13	5:01	6:25	11:58	2:56	3:41	5:21	6:43
TUE	27	14	5:02	6:26	11:58	2:55	3:40	5:20	6:42
WED	28	15	5:03	6:27	11:58	2:54	3:39	5:19	6:41
THU	29	16	5:03	6:28	11:58	2:54	3:38	5:18	6:40
FRI	30	17	5:04	6:28	11:58	2:53	3:37	5:17	6:40
SAT	1	18	5:04	6:29	11:57	2:52	3:36	5:16	6:39
SUN	2	19	5:05	6:30	11:57	2:51	3:35	5:15	6:38
MON	3	20	5:06	6:31	11:57	2:50	3:34	5:14	6:37
TUE	4	21	5:06	6:31	11:57	2:50	3:33	5:13	6:36
WED	5	22	5:07	6:32	11:57	2:49	3:33	5:12	6:35
THU	6	23	5:08	6:33	11:57	2:48	3:32	5:11	6:35
FRI	7	24	5:08	6:34	11:57	2:48	3:31	5:10	6:34
SAT	8	25	5:09	6:34	11:57	2:47	3:30	5:10	6:33
SUN	9	26	5:10	6:35	11:57	2:46	3:29	5:09	6:32
MON	10	27	5:10	6:36	11:57	2:45	3:28	5:08	6:32
TUE	11	28	5:11	6:37	11:57	2:45	3:28	5:07	6:31
WED	12	29	5:11	6:37	11:57	2:44	3:27	5:06	6:30
THU	13	30	5:12	6:38	11:57	2:44	3:26	5:06	6:30

Commencement & termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon

মাদক পাচারচক্র

অজিত কুমার রায়



তখন প্রায় সাতটা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। দারোগা সাহেব সরে যেতেই বোরখা পরিহিতা একজন মহিলা পেছন থেকে আমাকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল, ছার, একটু শোনবেন।

চমকে উঠলাম। সারাদিন যে ধকল গিয়েছিল শরীর ও মনের উপর দিয়ে, যেভাবে অবমূল্যায়িত হতে হয়েছিল দুপুর থেকে, তাতে সামান্যতম সম্মানসূচক শব্দ যে আমার উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবহার করতে পারে, সেটি আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমি একজন গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর, উঁচু স্তরের কর্মকর্তা, এই বিষয়টি বিপাকে পড়ার কারণে কেউ পাত্তাই দেয়নি। কেবলই উপদেশ দিচ্ছিল, দ্যাখেন ভাই, এটা আপনার বোকামি। ওটা ঠিক হয়নি। ওভাবে কেউ ব্যাগ রেখে ওয়াশরুমে যায়? বলেছি, পাশের ভদ্রলোককে বলে গিয়েছিলাম। কিন্তু, সেকথা কেউ কানে তোলেনি।

আসলে এ ধরনের চুরির পেছনে একটা চক্র থাকে যার সংগে জড়িত থাকে এমনকি পরিবহণের কোন না কোন কর্মচারীও। তাদের লোক অনেক সময় বাসে সহযাত্রী হয়। তারা তথ্য সরবরাহ করে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

দারোগা সাহেব কাউন্টারে সিভিল ড্রেসে বসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনি সময় নষ্ট না করে থানায় ডাইরি করুন। দেখবেন, চোর ধরা পড়ে যাবে। আশেপাশেই কোথাও সে আছে। সেটা করতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হল। কোন পরিবহণ বা ইজি বাইক থামানো গেল না থানায় যাবার জন্য। বিপদের সময় এরকমই হয়। ভাবলাম, যাচ্ছি একটা ভালো কাজে, আবার কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ি! পকেটে টাকাও ছিল সামান্য। থানার ব্যাপারটা অনেকের জানা। এই অপরিচিত পরিবেশে রাতে একা থাকাটা নিরাপদ হবে কি?

দারোগা সাহেব এক পর্যায়ে যখন চলে গেলেন, ঠিক তখনই বোরখা পরিহিতা মহিলাটির ডাক। বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে।

মহিলা ফিস ফিস করে বললো, ছার, একটা কালো রংয়ের ব্যাগ পাওয়া গেছে।

হস্তদস্ত হয়ে জিগেস করি, সত্যি? এনেছো? জি না ছার। ওটা নিতে হলে আপনাকে আমার সাথে একটু দূরে যেতে হবে। তখন গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চারিদিক। মহিলার মুখ প্রায় আবৃত। অপরিচিত একজন মহিলার ডাকে সাড়া দিয়ে অপরিচিত জায়গায় যাওয়া সঠিক হবে না। তাতে আরও বেশি বিপদ হতে পারে, মনে মনে ভাবলাম।

আমি বললাম, রাত হয়ে গিয়েছে। আমাকে ঢাকার গাড়ি ধরতে হবে। তোমার সাথে এখন যেতে পারব না। যদি উপকার করতেই চাও, তাহলে তুমি ওটা এনে দাও। তোমাকে বকশিস দেব। ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি হবে না আমার দ্বারা। মহিলা ইতস্তত করলো কিছুটা সময়। তারপর বললো, ছার, এইখানে থাকেন। আপনার ব্যাগ এনে দিচ্ছি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে

রইলাম বুকিং অফিসের একদিকে সরে গিয়ে। কিছুক্ষণ পরে এল সে ব্যাগটা নিয়ে। ব্যাগ খুলে দেখলাম, সব ঠিকঠাক আছে।

সে বলল, ছার, আপনার উপকার করলাম। ব্যাগটা আমি একজনের কাছ থেকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, তুমি খুব ভালো। তোমার উপকারের কথা মনে রাখব। পাঁচশত টাকার একখানা চকচকে নোট বের করে তাকে দিলাম। সে খুশি হয়ে বলল, ছার আপনিও খুব ভাল মানুষ। আপনার ব্যাগ দেখেই বুঝেছিলাম এটা অফিসের ব্যাগ। হয়ত জরুরী জিনিসপত্র আছে ওর মধ্যে। ফেরৎ না পেলে আপনার অনেক ক্ষতি হতে পারে। সে এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, ছার, আপনি কোথায় নামবেন? উত্তর দিলাম, গাবতলী বা কলাবাগান।

ছার, যদি গাবতলী নামতেন, তাহলে আমার একটা উপকার হত! আমার আপা গাবতলীতে থাকে। ওর জন্যে কিছু খাবার পাঠাতাম আপনার মারফত। এই ছোট একটা ব্যাগ, কিছু ফল ও অন্যান্য খাবার। গাবতলীতে নামলে ও আপনার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে নেবে। আপনার

কিছু করতে হবে না। আপনার কোন কষ্ট হবে না। যদি এই সামান্য উপকারটা করেন ছার। আমার দিকে অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। অনেক কিছু ভাবলাম ওই সময়ে। ওর ব্যাগ নিয়ে আবার কোন বিপদ হবে না তো! এভাবে অপরিচিত লোকের দেওয়া কোন ব্যাগ গ্রহণ করা কি ঠিক? আবার কার মুখোমুখি হতে হবে ওখানে গিয়ে তাইবা কে জানে! তবে এই সামান্য উপকারটুকু না করলে সেটাও হবে অকৃতজ্ঞতা। সেটাও ঠিক নয়।

জিগেস করলাম, তোমার ব্যাগে শুধু খাবার আছে?

জি জি ছার, তেঁতুলের আচার, কিছু চকলেট, পটেটো ক্রাকার আর আঙ্গুর এ-ই। আর কিছু না। বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে; দাও। অন্ধকারে ওর ছোট ব্যাগটা উঁকি মেরে দেখে নিলাম। তারপর ব্যস্তসমস্তভাবে বললাম, চলি তাহলে।

ছার, আপনাকে ও কল দেবে। আপনি কিন্তু গাবতলীতে নামবেন।

আচ্ছা, বলে তড়িঘড়ি একটি ঢাকাগামী কোচে উঠে পড়লাম। ভাবলাম, আর বোকামি নয়। আর নামছি না পথে কোথাও ব্যাগ রেখে। মহিলার

ব্যাগটা একটু দূরে রেখে দিলাম। তখন বাসের ভেতরেও অন্ধকার। দু'একজন যাত্রী ওঠানামা করছে। যে যার ব্যাগ নজরে রাখছে। লঙ জার্নি। কেউ কেউ ঘুমুচ্ছে। বাসের ভেতরের লাইটটা পুরোপুরি অফ করে দিল ডাইভার। বাস দ্রুতগতিতে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছিল। চোখে তন্দ্রা নেমে এল। কখন পেরিয়ে গেছি যমুনা ব্রীজ বুঝতেই পারিনি। ব্রীজের ওপারে রোডের কন্ডিশন ভালো ছিল না। এক্সটেনশানের কাজ চলছিল। সুপার সেলুন গাড়ি। ভারি ক্রি তালে চলছিল। অর্ধেক ঘুমের মুডে ছিলাম। মনটা বড্ড খারাপ যাচ্ছিল। সামান্য ঘুমে একটু সতেজতা ফিরে এল। গাড়ি হঠাৎ পার্ক করল। কয়েকজন র‌্যাব কর্মকর্তা হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে বেদম চেক শুরু করল। আমার হাত ব্যাগটা বাম পায়ে কাছ দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। মনে ভয় ছিল, পাছে আবারও চুরি যায় ওটি।

মহিলার দেওয়া ব্যাগটা সার্চ করে চিৎকার করতে শুরু করলেন কর্মকর্তাগণ। এই ব্যাগটা কার? ব্যাগটি কার? কথা বলুন? ব্যাগটি কার? ব্যাগটি আমার এই দুটো শব্দ বার কয়েক কণ্ঠে এসে আবার নেমে গেল নিচের দিকে। ভয়ে একেবারে মিশে গেলাম সিটের সাথে। তারা ফিস ফিস করে কি যেন বলাবলি করল। তারপর ব্যাগটি নিয়ে নেমে গেল।

তাদের একজন বলল, শালা বুঝতে পেরে নেমে গেছে। ধরতে পারলাম না। কতগুলো ইয়াবা..... আমি চোখ বুজে এবার ঘুমের ভান করলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। হঠাৎ স্মরণ হল, ওদের কাছে আমার ফোন নম্বরটা রয়ে গেছে। আমার পেপারস থেকে ওরা পেয়েছে নম্বরটা। ওই নম্বরেই তো গাবতলীতে আমার সংগে একজন মহিলার যোগাযোগ করার কথা।

কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল! মনে মনে ভাবলাম। ব্যাগটির বহনকারী আমিই এ কথা জানতে পারলে আজ ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারত! ভাগ্যিস মুখ ফস্কে কোন শব্দ বেরিয়ে পড়েনি। কিন্তু, মহিলা তো অবশ্যই ফোন করবে। ঢাকায় আমার জন্য আরও ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে হয়তবা। মাদক পাচারকারীচক্র খুবই শক্তিশালী। শিউরে উঠলাম সে কথা ভেবে।

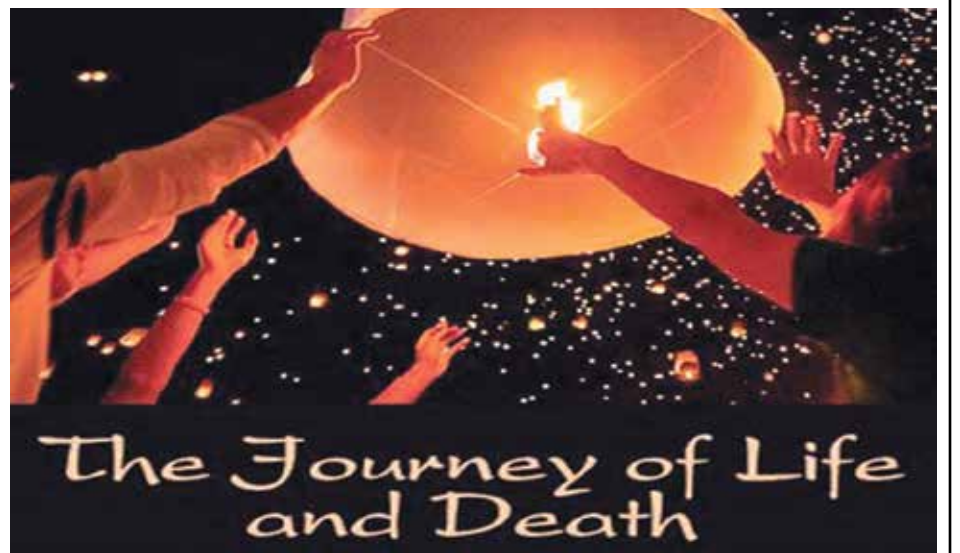
সিমটা খুলে রেখে দিয়ে আবার চোখ বুজলাম। কলাবাগান! কলাবাগান! গাড়ি আর যাবে না। নামেন! নামেন সবাই! ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়িয়ে দেখলাম, গাড়ির ইলেকট্রনিক ঘড়িতে রাত দশটা বাজে। একটা সিএনজি নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলাম নীলক্ষেত থানায়। থানায় জিডি করে সীমটা জমা করলাম এসআই সাহেবের কাছে। পরের দিন বিকেল তিনটে নাগাদ খবর পেলাম, পুরো গ্যাংটিই ধরা পড়েছে।

সবার উপরে মরন সত্য

এস এম কামাল হোসেন, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

আশির দশকে গ্রামবাংলায় বিনোদন বলতে ছিলো মেলা, যাত্রাপালা, বায়োস্কোপ ও গরু দৌড়ের প্রতিযোগিতা। পৌষের রাতে, কনকনে শীতে, পরম উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা যেতাম রামসাদুর মেলায়। পকেটে অল্প কয়েকটি টাকা। সেটা দিয়েই পছন্দের কিছু খেলনা কিনতাম। গোঁড়চক্র, রাঁধাচক্র, বায়োস্কোপ এনজয় করে যখন বাড়ি ফেরব, ততক্ষণে দেখেছি দুই গ্রামের মধ্যে মারামারি লেগে গেছে। নেতৃত্বে আছে কতিপয় গ্রাম্য মোড়ল আর মাস্তান। মূল কারণ যদিও ছিল বখরা নিয়ে বিরোধ, সেটা কিন্তু বলত না কোনপক্ষই। সেই মোড়লরা আজ বেঁচে নেই, মাটিতে মিশে গেছে তাদের সকল তেজ। সেই জায়গা হয়ত দখল করেছে নতুন কোন রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসী অথবা ইয়াবা ব্যবসায়ী।

ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হলেই স্কুলের মাঠে শুরু হতো যাত্রাপালা। প্রিন্সেস ভগবতীর সে কি উদ্দাম, ঝুমুর ঝুমুর নাচ! এলাকার বিয়ে বয়সী যুবকরা তো বটেই, এমনকি বিবাহিত পুরুষরাও মজেছিল তার রূপে। এই নিয়ে অনেক ঠান্ডা বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকত আয়োজনকারীদের মধ্যে। ভগবতী কি



এখনো বেঁচে আছে, আছে তার রূপের বিলিক? তার নাগরদের কেউ কেউ চলে গেছে পরপারে, বাকীরা বেঁচে আছে জীর্ন-শীর্ন দেহে। বাজারের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সূর্যালী ছিল যার নাম, তাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেওয়া হতো দুর্শ্চরিত্রবান সরকারী কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। সে আজ কোথায়? কেউ মনে রাখেনি তারে। তার জায়গা দখল করেছে হয়ত অন্য কোন নারী। গ্রামের যে হাড় কিপটে তালুকদার, কাড়ি কাড়ি জমি ও টাকা থাকা সত্ত্বেও যার চাঁদার পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ টাকা, সেও চলে গেছে রিক্তহস্তে, অন্ধকার কবরে। তার সম্পদ নিয়ে সন্তানদের ঝগড়া ফ্যাসাদ, মামলা ও মোকদ্দমার কারণে অনেকটাই চলে গেছে নতুন ভূঁইফোরদের দখলে।

এটাই বোধ হয় নিয়তি, যদিও কেউ রাখে না মনে। হোন্ডা আর গুন্ডার রাজনীতি তখন সবে শুরু হয়েছে। এলাকার ক্ষমতাসালী নেতা তার হোন্ডাবাহিনী নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে চষে বেড়াতে সারা নির্বাচনী এলাকা। বিচার, শালিশ, কমিশন বানিজ্য থেকে শুরু করে মদ, নারী সবই ছিল তার দখলে। সেও চলে গেছে না ফেরার দেশে। তার শূন্যস্থান পূরন করেছে নতুন কেউ। কিন্তু বদলায় নি সেই পুরনো খাসলত। দুদিনের এই দুনিয়ায় মানুষ কেন এত মোহে অন্ধ? চোখের সামনে অন্যকে মরতে দেখেও হুঁশ ফেরে না তার। সব চাই, ক্ষমতা, অর্থ, নারী। আজরাইল না আসা পর্যন্ত সে ছাড়তে চায় না কিছুই। আদম সন্তান কেন এত বেকুব হয়?

অসবেন কম্যুনিটি ক্লাবের স্বাধীনতা দিবস ও বৈশাখী আমেজের প্রেস ব্রিফিং

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

গত ২৮ শে মার্চ রবিবার ২০২১ অসবেন কম্যুনিটি ক্লাবের উদ্যোগে সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা ল্যাকেসহায় এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস ও বৈশাখী আমেজের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছে এ সংগঠনটি। আগামী ১১ ই এপ্রিল রবিবার ২০২১ সকাল ১১.৩০ মিঃ থেকে বিকেল

৪টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পানতা ইলিশসহ আরো নানারকম আয়োজনে থাকছে বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পী আপেল মাহমুদ ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দদেরকে নিয়ে। বেঙ্কসটাউনের একটি অভিজাত হলরুমে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ এ অনুষ্ঠানের সীমিত টিকিটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন: ০৪১২ ৩৫৫ ৪৪৮,০৪০৬ ১৫৩ ০৮২,০৪৩০ ৫৩৪ ৮০৯,০৪৯৯ ০০১ ১৯৯,০৪১২ ৮৪৮ ৬৮৪,০৪৭৭ ১২৪ ১০৫.



Sakura Motors

Japanese Car Specialist
Dealer No MD070551

114 Parramatta Road, Granville, NSW 2142

OPEN 7 DAYS
DIN

Manager

ABN: 57 619 865 520

din32177@gmail.com

sakuramotors.com.au

(02) 88 10 8 122

0406 792 040



TAX | SMSF | BUSINESS ADVISORY | BUSINESS ACCOUNTING
**LOOKING
TO SET
UP AN
SMSF?**
Call 02 8041 7359
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET

High Quality
professional services
with a competitive
price!



Kinetic Partners

Kinetic Partners

Chartered Accountants

132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195

 E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au


We are specialized
In Akika, Sadaqa
Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেস্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেশাল প্রাইজ


Custer parking available at rear via Gillies Lane.

We cater for all occasions.

We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.

Free local delivery for all orders over \$60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন :
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ 2 KG Beef Curry \$17

■ 2 KG Lamb/Goat Curry \$ 25

■ 3 Chicken (size 9-10) \$15

■ 5 KG Nuggets/Burger \$50

New time table for our Business:

Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM

Sunday 07:00-05:00 PM



কিশোর মুক্তিযোদ্ধা গেদামনি

আশরাফ পিন্টু

মিয়া ভাই, আমি ভাষণ শুনতে যামু।
তুই ভাষণের কি বুঝিস; ভাগ এখান থেকে।

ছোট ভাই গেদামনির কথায় বড় ভাই জাহাঙ্গির আলম খান রেগে ওঠেন।
মিয়া ভাই, তোমরা তো কয়েকদিন থাকবে; আমি না হয় ভাষণ শুনেই বাড়ি চলে আসব।

মুখ কাচুমাচু করে বলে গেদামনি।
সামনে তোর বৃত্তি পরীক্ষা, একদিনও সময় নষ্ট করা যাবে না। যা পড়তে বস।

সে তো অনেক দেরি...

আবার...?

বড় ভাইয়ের চোখ গরমে গেদামনি এবার চুপসে যায়।

গেদামনি পাবনা জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। যেমন মেধাবী, তেমনি দূরন্ত। দশ ভাই-বোন ওরা। সাত ভাইয়ের মধ্যে বড় চার ভাই-ই মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছেন। সে নিজেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চায় কিন্তু বয়সের কারণে তা হয়ে উঠছে না। গেদামনির পড়ার টেবিলে মন বসে না। উপায় খুঁজতে থাকে কি করে ঢাকায় যাওয়া যায়? যে করেই হোক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনতে হবে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে দেখার তার বড়ই সাধ!

তখন পাবনা থেকে ঢাকা যাতায়াতের পথ ছিল দুটো। একটি সড়ক পথে নগরবাড়ি-আরিচা হয়ে; আরেকটি ঈশ্বরদী থেকে ট্রেনে উঠে সিরাজগঞ্জ ঘাট নেমে স্টিমারে পার হয়ে ভূঁইয়াপুর থেকে আবার ট্রেনে উঠে ঢাকা পৌঁছানো। দুটো পথই সংকুল। গেদামনি মনে মনে একটি পথ বেছে নেয় এবং বাড়ির কাউকে না জানিয়ে ৬ই মার্চ কাকডাকা ভাঙে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে স্টিমারে উঠে গেদামনি চিন্তায় পড়ে যায় যদি মিয়া ভাইয়ের সাথে দেখা হয় তাহলে নির্ঘাত মার খেতে হবে। কারণ ওনারা সবাই একই ট্রেনে ঢাকা যাচ্ছেন। স্টিমার লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে হয়তো ওকে চোখেই পড়বে না। গেদামনি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। ওদিকে খিদেয় পোট চোঁ-চোঁ করছে। পকেটেও তেমন পয়সা নেই। অগত্যা এক খিলি বারোভাজা খেয়ে কিছুটা খিদে নিবারণ করা যাক। গেদামনি ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে বারোভাজা ওয়ালার কাছে এগিয়ে যায়। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, গেদামনি তুই এখানে?

পিছন ফিরে দেখে মেজভাই শাহনেওয়াজ খান। সাথে রয়েছেন সেজভাই শাহ আলম খান এবং কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। গেদামনির পিলে চমকে যায়। এই বুঝি মিয়া ভাই এসে গালে কসে চড় বসায়। কিন্তু মেজ ভাইয়ের সাক্ষাতে কিছুটা স্বস্তি পায়। মেজভাই অত্যন্ত নরম স্বভাবের। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। কি রে, কিছু খেয়েছিস? সেজভাই শাহ আলম বলেন।

গেদামনি মাথানেড়ে না-বোধক জবাব দেয়। এরপর ওরা সবাই ওকে নিয়ে একটি বৃক্ষে বসে পেটপুরে খায়। পর দিন ৭ই মার্চ। রেসকোর্স ময়দান লোকে লোকারণ্য। তিল ধরানোর ঠাই নেই। গেদামনিরা পাঁচ ভাই-ই রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চ আসেন। গেদামনির কাছে বঙ্গবন্ধুকে যেন রূপকথার গল্পের রাজপুত্রের মত মনে হয়। তাঁর ভাষণ শুনে ওর সারা শরীর উত্তেজনায কাঁপতে থাকে। রক্ত গরম হয়ে ওঠে। “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম...”

কয়েক দিন পর। গেদামনি ওর রুমে ঘুমাচ্ছে। বন্ধু হাসনাতের কনুইয়ের গুতোয় ও ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে। হাসনাতের হাতে একটি পিস্তল। এখনো ঘুমোচ্ছিল? টাউনে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে।

গেদামনি চোখ রগরগিয়ে নিয়ে বলে, ‘একটু দাঁড়া দোস্ত, আমি রেডি হয়ে নিই।’

গেদামনি তাড়াতাড়ি প্যান্ট-শার্ট পরে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাসনাতের সাথে রওনা দেয়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে আসতেই ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। শহর, আশেপাশের গ্রামও চর এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঘিরে ফেলেছে। কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে চাইনিজ পিস্তল, কারো টুটু রাইফেল, কারো হাতে আছে দেশীয় অস্ত্র ফালা, সড়কি, বল্পম, হাসিয়া, রামদা, তলোয়ার ইত্যাদি। একটি গাছের আড়ালে যেতেই জেলা কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বকুলের সাথে গেদামনির দেখা হয়ে যায়। ও মিলিটারিদের উদ্দেশ্যে রাইফেল তাক করে ধরেছিল। দূরে যোরাফেরা করছে দুজন মিলিটারি। বকুল ভাইকে দেখেই

বলে, ‘লিডার দেব নাকি শেষ করে?’
বকুল ভাই মাথা নেড়ে বলেন, ‘না।’
কিন্তু...

যুদ্ধের ট্রাটোজি তোমার এখনো শেখার বাকি আছে।

বকুল ভাইয়ের কথায় গেদামনির মন খারাপ হয়ে যায়।

ইচ্ছে করছিল মিলিটারি দুটোকে গুলি মেরে ওদের খুলি উড়িয়ে দেই।

এরপর গেদামনির অপারেশনের দায়িত্ব পড়ে সুজানগর থানায়। এখানে কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন মুজিব বাহিনীর জেলা প্রধান ইকবাল হোসেন।

গেদামনির সঙ্গে ছিল সাধন, স্বপন, সাজু, সেলিম ও সাফি। সকলেই ওর চেয়ে বয়সে বড়। সবাই সাগরকান্দি গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা নূর চৌধুরির বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়।

একদিন অপারেশন শেষ করে গেদামনিরা রাত্রিতে ঘুমাচ্ছিল।

এমন সময় গোপনে এক শান্তি কমিটির নেতা নগরবাড়ি ঘাটে যেয়ে পাকসেনাদের কাছে ওদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। শেষ রাত্রির দিকে পাকসেনারা এসে ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। ফেরিতে এনে ওদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়।

এক পর্যায়ে প্রায় সবাইকে হত্যা করে যমুনা নদীতে ফেলে দেয়। শুধু জীবিত থাকে সেলিম ও গেদামনি। সেলিমের গলায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অঞ্জল চৌধুরির দেওয়া ক্রুশচিহ্নের চেইন থাকায় বেঁচে যায়।

আর গেদামনি কিশোর বালক। কি করবে আর্মির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অবশেষে ট্রাকে করে পাবনা হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়।

ট্রাক দ্রুত গতিতে পাবনা শহরে দিকে চলছে। চারপাশে রাইফেল হাতে পাকসেনারা দাঁড়িয়ে। যাবার পথে ওরা রাস্তার চারপাশের সবকিছু শকুন দৃষ্টিতে দেখছে।

গেদামনি কিশোর, ফলে ওদের মাঝে মুক্ত অবস্থায় চুপ করে বসে আছে। চোখ অশ্রুসজল।

হয়তো পাবনা নিয়েই ওকে মেরে ফেলা হবে। শুধু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য ওকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এটাই তার শেষ যাত্রা। বৃকের ভিতরে চাপা কান্না গুমরে মরছে।

মা গো! তোমাকে বুঝি আর দেখা হল না। এ মাতৃভূমি বাংলাদেশকেও হয়তো আর দেখতে পাব না। হে আল্লাহ! আমার জীবন নিয়ে হলেও এ দেশকে এই জালিমদের হাত থেকে রক্ষা কর, স্বাধীন কর প্রভু।

চোখে পানি এলেও গেদামনি মনকে শক্ত। শহিদ হবার শপথ নিয়েই সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তার আরো চার ভাই মুক্তিযোদ্ধা। এটা একটি বিরল ঘটনা। বাংলাদেশের

কোনো ফ্যামিলিতেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটেনি। বড় ভাইয়ের কথা মনে হতেই ওর মন শক্ত হয়ে ওঠে। বড়ভাই জাহাঙ্গির আলম অত্যন্ত সাহসী একজন মুক্তিযোদ্ধা। অনেক মিলিটারিকে খতম করেছেন তিনি।

হঠাৎ ট্রাকটি থেমে যায়। গেদামনি ভাবে, হয়তো পৌঁছে গেছে শহরে। কিন্তু না। এটা আতাইকুলার একটি গ্রাম। পাবনা শহর এখনো অনেক দূরে। কিন্তু এখানে ট্রাক থামল কেন? কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করে কয়েকজন মিলিটারি দৌঁড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। দূর থেকে বাঁশির শব্দ শুনেই ওর পাশ থেকে কয়েকজন মিলিটারি ট্রাক থেকে নেমে যায়। গেদামনি ট্রাক থেকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে কিছু দূরে কয়েকটি বাড়িতে মিলিটারিরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গেদামনির পাশে মাত্র দুজন মিলিটারি পাহারায় ছিল। তারা হা করে বাড়ি-ঘরগুলো পুড়ে যাবার দৃশ্য দেখছিল।

গেদামনি এই সুযোগে চুপিসারে ট্রাক থেকে নেমে পড়ে। এক দৌঁড়ে পাশের গ্রামের গাছ-গাছালির মধ্যে মিশে যায়। মিলিটারিরা টের পেয়ে গুলি চালায়। কিন্তু গেদামনি ততক্ষণে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গিয়েছে। ও যমের হাত থেকে বেঁচে যায়।

(বিঃ দ্রঃ গল্পটি পাবনা জেলার একটি পরিবারের সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গল্পের নায়ক গেদামনি এখনো জীবিত আছেন।)

কিন্তুতকিমার মনুমেন্টের অবসানে মেয়রের পদক্ষেপ



সুপ্রভাত মিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা ল্যাকেস। যা এখন গোটা অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী বাঙালীদের আলোচনার বিষয় বস্তু বা টক অফ দ্য টাউন। শহীদ মিনারের পরিবর্তে কোন এক আজীব প্রাণীর

ছবি সম্বলিত একটি কিন্তুতকিমার বেটক সাইজের দেয়াল (তথাকথিত মনুমেন্ট) তৈরী করে কমিউনিটিতে ব্যাপক সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ এক যৌথ প্রচেষ্টায় উক্ত বিতর্কের অবসানে কেন্দ্রবুরি-বেঙ্কসটাউন মেয়রের শরণাপন্ন হন গত ৩০ মার্চ ২০২১।

The only Bengali community newspaper published in Australia



The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা

WE ARE AT FACEBOOK TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...



**TAX
TIME
AHEAD**

**QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE**

**FREE TAX RETURN
ASSESSMENT**

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more



CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND



bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING



OUR PARTNERS



Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW



Find us on
Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au



AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated



Bashit: 0404-365 172

- ▶ BATTERIES
- ▶ BRAKES
- ▶ CLUTCHES
- ▶ FULL ENGINE SERVICES
- ▶ PINK SLIPS

- ▶ RADIATORS
- ▶ TYRES
- ▶ ROTATE & BALANCE TYRES
- ▶ WHEEL ALIGNMENT



Contact: 0404 365 172

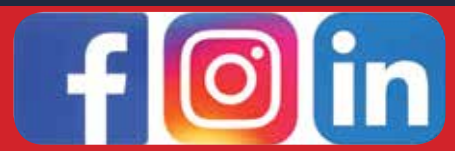
442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)



MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস








রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



MAHMUD MEAT & CO.

HALAL BUTCHERY

SHOP 30, COMPASS CENTRE 0470 135 217

অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী মূল্য গ্যারান্টি

Direct to public

